ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাইবার ক্রাইম'র শিকার এসবিআই'র ১২ জন গ্রাহক, হাতিয়ে নিল প্রচুর টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ফের রাজ্যে সাইবার ক্রাইম। এবারে এক রাতে এসবিআই'র আটজন গ্রাহকের একাউন্টে থাবা বসাল দুস্কৃতিরা। ন্যূনতম ১১ হাজার থেকে শুরু করে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছে সাইবার ক্রিমিনালরা। এই ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছে। এক্ষেত্রে এসবিআই'র মেলারমাঠস্থিত রাজ্য প্রধান কার্য্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে গ্রাহকরা কোন সদুত্তর না পেয়ে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছেন। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা রজত কান্তি দেব অভিযোগ করেছেন তাঁর একাউন্ট থেকে ১১ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরের মেলারমাঠস্থিত এসবিআইয়ে একটি একাউন্ট রয়েছে। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে দেখতে পান তাঁর মোবাইল নম্বরে একটি ম্যাসেজ এসেছে ১১ হাজার টাকা তুলে নেওয়ার। যদিও তিনি কোন টাকাই তুলেননি। শুক্রবার সকালে তিনি বিষয়টি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জানান। তখন ব্যাঙ্কে আরও কয়েকজন গ্রাহক একই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য পৌঁছেন। পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারেন তারা প্রত্যেকেই সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছেন।

এদিকে, এই বিষয়ে এসবিআই'র স্থানীয় আধিকারীকদের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে তাঁরা বাধ্য হয়ে আগরতলা পশ্চিম থানায় ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা একজোট হয়ে একটি এফআইআর করেন। এফআইআরের কপি নিয়ে তাঁরা পুণরায় ব্যাঙ্কে যান এবং এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, মোট বার জন গ্রাহক প্রতারিত হয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেই মোতাবেক পুলিশ ব্যাঙ্কে ছুটে যায়। গোটা বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শোনেছে পুলিশ।

যেসমস্ত প্রতারিত গ্রাহকরা পশ্চিম আগরতলা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, কৃষ্ণনগরের রজত কান্তি দেবের ১১ হাজার টাকা, কৃষ্ণনগরের দীপক দেববর্মার ২১ হাজার ৫০০ টাকা, টাকারজলার মানেষ দেববর্মার ১১ হাজার ৫০০ টাকা, ইন্দ্রনগরের চন্দন ভৌমিকের ৩৯ হাজার টাকা, ডাঃ পিয়ালী দেববর্মার ৪০ হাজার টাকা, বিক্রমণি দেববর্মার ২৯ হাজার টাকা, বি. বি. দেবনাথের ২০ হাজার টাকা এবং পার্থ প্রতিম চক্রবর্তীর ৩০ হাজার টাকা। এছাড়াও আরও তিনজন গ্রাহক প্রতারিত হয়েছেন। তাদের একাউন্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, ২৬ হাজার, ২০ হাজার এবং ১২ হাজার টাকা। তারাও পৃথক ভাবে এফআইআর করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া ঝাড়খন্ডের এক বিএসএফ জওয়ান যিনি আগরতলায় কর্মরত তাঁর একাউন্ট থেকে ৮০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রতারিত গ্রাহকদের অনেকেই জানিয়েছেন তারা আগরতলা মেলারমাঠ এসবিআই ব্রাঞ্চের গ্রাহক, এবং তারা গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির শক্তি বাড়াতে সংসদে সংবিধান সংশোধনের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর ।। এডিসিকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংসদের শীতকালিন অধিবেশনে সংবিধান সংশোধনের চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই, রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে মতামত জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, গত ২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার এডিসিকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়েছে। এদিকে বিধায়ক দীবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং বিধায়ক সম্ভুলাল চাকমা এডিসিকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে মতামত পেশ করেছে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকেও আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন তারা। এদিকে, আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ওই বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার আসন্ন সংসদের শীতলকালিন অধিবেশনে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল পেশ করতে চাইছে। কারণ, এডিসিকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায় সেই বিষয়েই ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত, রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে এডিসিকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে গত ২১ অক্টোবর এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল বাদলের, সুনীল ভৌমিক ও যশপাল সিংহের জামিনের আবেদন খারিজ

শুক্রবার বাদল চৌধুরীকে পুনরায় আদালতে তোলা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে দায়রা আদালত। ফলে, তাঁর জেল হেপাজতের মেয়াদ বেড়েছে। এদিকে, ওই ঘোটালায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব যশপাল সিংহের আগাম জামিনের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, পূর্ত ঘোটালায় প্রধান অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভায় বিরোধী সিপিআইএম-এর উপনেতা বাদল চৌধুরীকে গত ১১ নভেম্বর আদালতে তোলা হলে তাঁকে ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড এবং ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল দায়রা আদালতের বিচারক। তবে পুলিশ রিমান্ডকালীন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছিল আদালত। ওই শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হলে তাঁকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই আলাদা ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। এদিকে, অপর অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককেও আদালত ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল দায়রা আদালত।

ওইদিন আদালত শর্তাধীন বাদল চৌধুরীকে চারদিনের পুলিশ রিমান্ড এবং রিমান্ড শেষে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা মাথায় রেখে তাঁকে কোনও লকআপে রেখে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন তাঁকে অন্য কোনও স্থান কিংবা নির্দিষ্ট একটি ঘর যেখানে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবীন্দ্রনগরে ঋণের জ্বালায় আত্মঘাতী শ্রমিক নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার সূর্যমণিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। মহারাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম মণিশ দেব। বয়স ৩০ বছর। পেশায় কাঠমিস্ত্রি।

ঋণের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই আত্মহত্যা বলে পরিবার ও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে একই দিনে সূর্যমণিনগর নিজ ঘর থেকে অপর এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ মজুমদার। কয়েকদিন যাবৎ সে নিখোঁজ ছিল। শুক্রবার সকালের দিকে পচা গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসী খোঁজ করে একটি ঘরে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা পুলিশ সন্দীহান রয়েছে। তবে ঘটনার রহস্য উন্মোচনে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

রবীন্দ্র নগরের মণিশ দেব বন্ধন সহ আরও কয়েকটি মাইক্রো ফিনান্স সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছিল। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিল না। কোন কাজকর্মও সে পাচ্ছিল না। সংস্থাগুলির তরফ থেকে প্রচন্ড চাপ দেয়া হচ্ছিল। মানসিকভাবে সে ভেঙ্গে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার তার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। রাতের খাবার খেয়ে সকলে ঘুমিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। জানালা দিয়ে দেখা যায় ঘরের ভেতরে ফাঁসিতে তার মৃতদেহ ঝুলে আছে। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে, মণিশের মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে যুবককে মারধর করে ব্যাঙ্কের সামনেই টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। দিন দুপুরে এক যুবককে মারধর করে টাকা ছিনতাই। টাকা তুলে ব্যাংক থেকে বের হবার পর এক যুবককে মারধর করে নগদ ১৩ হাজার টাকা ছিনতাই করে দুই দুষ্কৃতী। ঘটনা শুক্রবার দুপুর নাগাদ চুড়াইবাড়ি স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে। এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তরের কদমতলা থানাধীন কুর্তি মধ্য রাজনগরের বাসিন্দা ময়নূল হক (২৫)পিতা মৃত ইলাচ আলী। মইনুল হক কর্মসুত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকে।

গত ১৩ নভেম্বর ব্যাঙ্গালোর থেকে কুর্তি মধ্য রাজনগর স্থিত নিজ বাড়িতে এসেছিলো। আর আজ মইনুল হকের কিছু টাকার প্রয়োজন পড়াতে চুড়াইবাড়ি স্টেট ব্যাংক থেকে টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলায় বাড়ছে নারী সংক্রান্ত অপরাধ

কিশোরী অপহরণ, গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। আবারো উত্তর জেলার পুলিশের সাফল্য। এক নাবালিকা অপহরণ কান্ডের সাথে জড়িত এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হল পুলিশ। তবে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরা আসাম সীমান্ত থেকে দীপন নমঃ (২৬) নামের এক অপহরণকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর থানাধীন শান্তিপুর এডিসি ভিলেজের শান্তিপুর এলাকা থেকে ১৫ বছরের দশম শ্রেণীতে পাঠরত এক নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছিল। নাবালিকা মেয়ে সকাল ৭:৩০ মিনিট নাগাদ নিজ বাড়ি থেকে প্রাইভেট টিচারের কাছে যাওয়ার পথে দুই যুবক অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারপর নাবালিকার পরিবার অনেক খোঁজাখুজি করার পর অবশেষে কাঞ্চনপুর থানায় একটি অপহরণের মামলা দায়ের করেন। মামলাটি হাতে নিয়ে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ অপহরণকারীকে জালে তুলতে মাঠে নেমে পড়ে। কিন্তু সাত সকালে রাস্তা থেকে এক নাবালিকা অপহরণ হয়ে যাওয়াতে গোটা কাঞ্চনপুর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঠিক তখনি উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর কাছে গোপন একটি খবর আসে এই অপহরণ কাণ্ডে জড়িত এক যুবক কদমতলা থানাধীন ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে গা ঢাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নারী নির্যাতন কমেছে বেড়েছে সাজার হার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। শুক্রবার রবীন্দ্র শথবার্ষিকী ভবন সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি মহিলা মোর্চার এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সমাজ গঠনে মাতৃশক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন। সমাবেশে মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গন সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত সমাবেশে প্রধান মহিলা মোর্চা আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মাতৃজাতিকে অধিকার সম্পর্কে আরও জাগ্রত করতে হবে। দ্রব্যমূল্যের বিষয়েও তিনি এদিন সোচ্চার হন।

তিনি অতি মুনাফালোভী একাংশ ব্যবসয়ীদের হুঁশিয়ারী বলেন, কালোবাজারী কিংবা জিনিষপত্রের দাম ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার একটা নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে। সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে গুণগত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন। গুণগত শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগেও ক্যাডাররাজ কায়েম হতো। বর্তমান সরকার ছেলে মেয়েদের গুণগত শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারী নির্যাতন রোধে রাজ্য সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে ন্যায্য নারী নির্যাতন ৮ শতাংশ কমেছে। বিচার ব্যবস্থায় সাজার হার বেড়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাইজেরিয়ার আরও তিন যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। আবারো রাজ্য থেকে তিন নাইজেরিয়ান নাগরিক পাচারের সময় অসম পুলিশের হাতে আটক। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোষ্টের রুটিন তল্লাশিতে ফের আজ ধরা পড়ল তিন নাইজেরিয়ান নাগরিক।ধৃতরা সবাই যুবক।জানা গেছে শুক্রবার রাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন জাস্টিস কুরেশি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে আজ শপথ

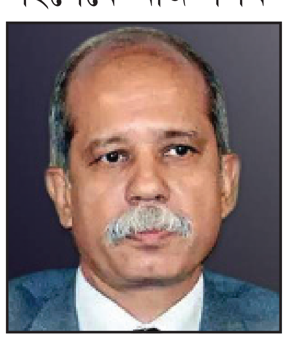

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। আজ রাজ্যে এসেছেন জাস্টিস অকিল কুরেশি। আগামীকাল তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন। সকাল এগারটায় রাজভবনে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বাইস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করবেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৯৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৯৮ জন। আজ শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনায় কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা এই তথ্য দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই সভায় বলেন, রাজ্যে শ্রমিকদের কল্যাণে যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে তা শ্রমিকদের কাছে নির্দিষ্টর সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে।

এদিন পর্যালোচনা সভায় শ্রম দপ্তরের সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। পর্যালোচনা সভায় কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা জানান ২টি জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে।

শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনায় তথ্য

আরও তিনটি জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছরের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে মোট নথিভূক্ত চাকরী প্রত্যাশীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৯৮ জন। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আগরতলা, উদয়পুর নিয়ে মোট তিনটি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ২টি জব ফেয়ার এবং ৩টি মিনি জবফেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই জব ফেয়ারগুলির মাধ্যমে রাজ্য এবং বহির্রাজ্যে মোট ৬৩১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মোট ৪৬টি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩০৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে বা ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং কর্মসূচিতে যুক্ত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও রাজ্যে আগত পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে যানবাহন চালকদেরকে রাজ্যের পর্যটন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সভায় মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৩৯ ▫ ১৬ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৯ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বিরোধীদের। এই ত্রিপুরায় বিজেপির বিজয় রথ দেখিয়া সিপিএম কংগ্রেস উভয় বিরোধী দলই একেবারে ঘর বৈঠা হইয়া পড়ে। অনেকেই ধরিয়া নিয়াছিলেন এক সময়ের বাম দূর্গে বামেরা আর মাথা তুলিতে পারিবে না। কমরেডরা যাহারা পাওয়ার আশায় এতদিন দল করিয়াছেন, যাহাদের সামনে কোনও নীতি আদর্শের ছিটাফোঁটাও নাই, যাহারা রাতারাতি গেরুয়া শিবিরে হুমড়ি খাইয়া পড়ে। এইসব, একসময়ের কমরেডরাই নিজেদের এক নম্বর ও খাঁটি বিজেপি প্রমাণ করিবার তাগিদে সিপিএম দলের কর্মী নেতাদের উপর হামলা চালায়, বাড়ীঘর ভাঙচুর করে। এইসব সুবিধাভোগী নীতিহীন দুর্বৃত্তরাই রাজনীতির আকাশকে কালো অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখে। রাজনীতির স্বচ্ছতা, গণতন্ত্রের শুদ্ধতা তাহার কাড়িয়া নিয়াছে। কিন্তু, যে বিরোধী সিপিএম একসময় মিছিল মিটিং এর বন্যা ছুটাইয়া দিত, এখন তাহাদের মিছিল মিটিং হইলেই রাজ্যবাসী বিস্মিত হন। কিভাবে এখন মিছিল মিটিং লোক টানিয়া আনেন। এরাজ্যে দীর্ঘ বাম শাসনে ত্রিপুরার মানুষ মিছিল মিটিং দেখিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরাও মিছিল কামাই করিত না। সোজা কথায়, ক্ষমতার জোরে দল করা এক জিনিষ আর বিরোধী দলে থাকিয়া রাজনীতি বড়ই কঠিন। ইহাই আমাদের গণতন্ত্রের বড় প্রাপ্তি। বিরোধীরা জাগিয়া উঠিবার শক্তি সঞ্চারিত হয় শাসক দল বা সরকারের উপর মানুষের ক্ষোভ অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইলেই। তাহা হইলে কি বিরোধীরা জন অসন্তোষকে কাজে লাগাইয়া মাঠে নামিবার শক্তি পাইতেছে?

ত্রিপুরায় কংগ্রেস আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচীতে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের জমায়েত বা মিছিল করিয়া জানান দিয়াছে যে, এই দলের নেতা বা অভিভাবক না থাকিলেও জনতা আছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ হইতে প্রদ্যুৎ কিশোরের পদত্যাগের পর ত্রিপুরা কার্য্যত অভিভাবকহীন হইয়া পড়ে। বিজেপি হইতে পদত্যাগী, দলবদলে যিনি রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যেন এখন এরাজ্যে কংগ্রেসের কান্ডারী। জান দিয়া তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাইতেছেন। ত্রিপুরা রাজ্য চষিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার জনসংযোগের খবর নাকি একেবারে হাইকমান্ডের কানেও গিয়াছে। তিনি নাকি গভীর ভাবে আশাবাদী প্রদেশ কংগ্রেসে সভাপতির কুর্সি তাহার ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। কিন্তু, দলত্যাগের রেকর্ড থাকায় তাহা কতখানি মান্যতা পাইবে বলা মুশকিল। প্রদেশ কংগ্রেসের দৌড়ে তো এক ডাক সাইটে আইনজীবীও আছেন। আছেন দুই প্রাক্তন সভাপতিও। সেই ভাঙ্গাচোড়া কংগ্রেসও শহর কাঁপাইয়া বীরত্ব দেখাইবার যাদুমন্ত্র কি তাহাই বড় কথা। ত্রিপুরার কংগ্রেসের লোকরাই তো কার্য্যত বিজেপির ঝাপি ভরিয়াছে। কংগ্রেসকে দিয়া সিপিএম হঠানো যাইবে না বুঝিতে পরিয়াই দলে দলে এই কংগ্রেস নেতা কর্মীরাই বিজেপি দলে যোগ দিয়াছেন। বর্তমান বিজেপিতে কংগ্রেসেরই তো জয়জয়কার। প্রকৃত বিজেপিরা কোথায় সকলেই জানেন। আর সিপিএম দলের বহু কমরেড কামড় খাইয়া আছে সময়ের অপেক্ষায়। তাহাদের গভীর বিশ্বাস আবার ত্রিপুরায় লাল সূর্য্য উদয় হইবেই। যত জন অসন্তোষ বাড়িবে ততই নাকি তাহাদের শক্তি বাড়িয়া চলিবে। এই বিশ্বাসে কমরেডরা বুক বাঁধিয়া আছেন। যাহারা একেবারেই পোড় খাওয়া তাহারা তো দলের নির্দেশ শিরোধার্য্য করিয়াই আছেন। এখন ভয় ডরের উর্ধে উঠিয়া বিভিন্ন স্থানে সিপিএম মিছিল মিটিং সংগঠিত করিতেছে। ইহাই বিজেপির পক্ষে স্বস্তি দায়ক নহে। সামনে অনেকে চ্যালেঞ্জের সামনেই পড়িতে হইবে বিজেপিকে। এডিসি ও পুর নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ কতখানি মোকাবেলা করিতে পারিবে তাহা নিয়া বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট চিন্তিত হইবারই কথা। কারণ, বাধারঘাটের উপনির্বাচনে বিজেপি জয়ী হইলেও বিরোধীর প্রাপ্ত ভোট বিজেপির সামনে যে শিক্ষা আনিয়া দিয়াছে তাহা খুব বেশী সুখকর নহে।

ত্রিপুরায় বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস ময়দানে আছে ইহাই বড় কথা। বিজেপি জোট সরকার দেড় বছর অতিক্রম করিতে না করিতেই বিরোধীরা ময়দান মুখী হইবার ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ চোখ কান খুলিয়াই আছে। আসলে, জন অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণগুলি যদি বিজেপি সরকার চিহ্নিত করিতে পারে তাহা হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধা নিতে পারিবে হয়তো। একদিকে সিপিএমের বিক্রম অনন্যদিকে বিরোধী নেতা আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন না। বিজেপি কর্মীরা ধনপুরে 'গো ব্যাক' শ্লোগান দিয়া বিরোধী নেতাকে আটকাইয়া দিয়াছে। বিরোধী নেতা রোদন করিয়াছেন, ক্ষোভ জানাইয়াছেন। এই ঘটনা হইতে সিপিএম দলকেও শিক্ষা নিতে হইবে। তাহাদের রাজত্বে বিরোধীরা অনেকেই এইভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। বিরোধী দলের খতম বামেরা চাহে না এমন বলা যাইবে না। ইহাকেই কি বলে শঠে শঠ্যং? গণতন্ত্রের সুস্থতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে অতীতেও তেমন দায়িত্ব পালন করিতে দেখা যায় নাই। ইহা আমাদের গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। তবু, দেশবাসী গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করিয়াছে। জরুরী অবস্থা জারী করিয়াও ইন্দিরা মসনদ টিকাইতে পারেন নাই। দেশবাসী সমুচিত জবাব দিয়াছে। এই শিক্ষা তো ভুলিবার নহে। ইহাই প্রেরণা, গণতন্ত্রের যুদ্ধের প্রেরণা। শুধু কংগ্রেস ও সিপিএম নহে। রাজপথে বিজেপিও শক্তির পরীক্ষা দিয়াছে। বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবীতে শুক্রবার শহর কাঁপাইয়া মিছিল করিয়াছে মহিলা মোর্চা। গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠে বিরোধীরা কতখানি ময়দানমুখী হইতে পারে তাহার উপর। ত্রিপুরা এক্ষেত্রে পিছাইয়া আছে বলিবার সুযোগ নাই।

সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার বাড়ছে

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

বর্তমান সময় নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রিক অংশ সোশ্যাল মিডিয়া, ও বিষয়ে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। এক সর্বগ্রাসী হাঁ মানুষের জীবনকে খাচ্ছে রোজ। প্রত্যহক্ষণের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আনন্দ উৎসবের উন্মাদনা জমা হয় সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভয়ঙ্কররকম বাড়াবাড়িতে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীগণ। তবে গণমানবের সেদিকে বিশেষ হলদোল আছে বলে তো মনে হয় না, বরং সব বয়সীরাই সদা ব্যস্ত সোশ্যাল খোলা বাজারে নিজেকে আরও একটু বেশি দামি করে তুলতে। পুরো বিশ্বের প্রায় সিংহভাগ মানুষ এখন মোটামুটি মুঠোফোন ব্যবহার করেন। ওই বিপুল জনসংখ্যার মানুষ আবার কোনও না কোনওভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার উপভোক্তা হিসেবে নিজেদের নাম লিখিয়ে বসে আছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওই বিশাল জনমানবের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ (৭৭ শতাংশেরও বেশি) ফেসবুক ব্যবহার করেন। বাকি জনতা অন্যান্য সোশ্যাল সাইটগুলো ব্যবহার করেন, যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। ফেসবুক ব্যবহারকারী বোদ্ধাগণ যে অন্য মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন না, একথা বলছি না। তবে সবেচেয়ে শক্তিশালী সোশ্যাল সাইট যে ফেসবুক এ বিষয়ে একেবারেই দ্বিমত নেই।

সোশ্যাল মিডিয়ার বহুবিধ উপকারিতা আছে, এই বিষয়টি অস্বীকার করবার সাহস কেউই করবেন না। সত্যি বলতে আলাদা এক রূপকথার জগতের আস্বাদ দেয় এই সামাজিক মাধ্যমগুলো। বাস্তবে যে ব্যক্তি, আদর্শ, প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসাটাই স্বপ্নের অধিক কল্পনার অংশ মনে হয়, সামাজিক সাইটগুলোতে খুব সহজেই পৌঁছানো যায় সেই ব্যক্তির কাছাকাছি। দূরত্ব অতীত তুচ্ছ বস্তু বলে ভ্রম হওয়ায় এখন স্বাভাবিক, নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া, ফলত নানা জাতি, বর্ণ, ভাষা ও দেশীয় লোকাচার মিলেমিশে অন্য এক ভুবনের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে এই মাধ্যমসমূহ। ভাবের পারস্পরিক আদানপ্রদান, সামাজিক আসাম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিস্পর্ধী মনোভাব জন্মও নেয় সামাজিক মাধ্যমগুলোর পাতায়। অর্থাৎ আমাদের সর্বস্ব, চিন্তাভাবনা, সফলতা, ব্যর্থতা সব কিছুই এক আলোচনার টেবিলেই সেরে নেওয়া যায় বিশ্বজনপ্লাবনের সঙ্গে। সাধারণ চোখে বিষয়টি মঙ্গলময় মনে হলেও সমাজবিজ্ঞানাণ বিষয়টির মধ্যে সামাজিক অধঃপতনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাচ্ছেন, তাঁদের অভিমত অনুযায়ী, সামাজিক মাধ্যম সমূহ আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ সামাজিক স্বতন্ত্র মানুষের নিজস্ব যে প্রজ্ঞা তা আর একক থাকছে না, একটা গণ'র রূপ ধারণ করছে। গভীরভাবে অনুধাবন কলে বিষয়টি সত্যই উদ্বেগের বটে, সোশ্যাল মিডিয়ার এখন অনেকাংশে কোনও বিষয়ের ভালো মন্দ দিকগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে আলাদা করে আর ভেবে বুঝে নিতে হয় না কোনটা ন্যায় বা অন্যায়। ধারণাটি পরিষ্কার করা দরকার, ধরুন আপনি একটি স্মার্টফোন মুঠোফোনটি যদি হ্যাক হয়, তাহলে দূরে বসে হ্যাকার আপনার ফোনটি আপনার মতোই ব্যবহার করতে পারবে। এই বিষয়টিও তেমনি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে থাকতে থাকতে আপনার প্রজ্ঞা, বোধগম্যতাও অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। ফলে তাঁর কিম্বা তাঁদেরচোখ দিয়েই কিন্তু আপনি দেখছেন, তাই অনেক সময় আপনার কাছে অন্যায়টাই ন্যায় বলে মনে হতে পারে। একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক, গত কয়েকদিন আগেই নিউজিল্যান্ড ট্র্যাজেডি ঘটেছে বিষয়টি প্রায় সকলেই জানেন, ৪৯ জন মুসুইল্ল শহিদ হয়েছেন এক শ্বেতাঙ্গ জঙ্গির গুলিতে। ওই দুঃখজনক বিষয়টি নিয়েও অনেককে উল্লাস করতে দেখলাম। যারা এত উল্লসিত হয় এই ধরনের দুঃজনক ঘটনাতেও, তারা আর যাই হোক, সাধারণ মানুষ নয়, দীর্ঘদিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী দাঙ্গাকারীদের দোসর। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি একটি সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে বন্ধক দেওয়া আছে, বলেই নিজেদেরকে এমন পাশবিক পর্যায়ে তুলতে তারা সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমগুলির এমন সর্বগ্রাসী রূপ কিন্তু একদিনে প্রকট হয়নি। একসময় চিঠিপত্রই ছিল একমাত্র সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। ১৭৭২ সালকে মোটামুটি সোশ্যাল নেটওয়াকিংয়ের জন্মলগ্ন হিসাবে ধরা হয়। ওই বছর শুরু হয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, যা একটি সামাজিক যুগান্তরই বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নির্ণয়ক অংশ হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ যে পক্ষ এই সামাজিক মাধ্যমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা অন্যদের থেকে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে থাকতেন। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ একপ্রকার সামাজিক বিপ্লব ঘটল। চালু হল টেলিফোন ও রেডিও। দূরের পৃথিবী হঠাৎ কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ১৯৪২ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মূল নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার আবিষ্কার করে যুগান্তর আনলের চার্লস ব্যাবেজ। অফিস, আদালত, কাছারির দখল নিল যন্ত্রমানব কম্পিউটার। একটি কম্পিউটার থেকে কাথে দূরের অন্য কম্পিউটার তথ্য আদানপ্রদানের তাগিদেই জন্ম হল ইন্টারটের। মানবের পদার্পন ঘটল এক উত্তর আধুনিক যুগে, ১৯৯৭ নাগাদ শুরু হয় প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া রাইট। ২০০০ সালে এল ব্লগ এবং অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল এই সামাজিক মাধ্যমটি। ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি এল আর এক জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম আরকুট। তার মাত্র দু'বছর পর অর্থাৎ ২০০৬ সালে জন্ম হয় ফেসবুক ও টুইটারের। একে একে হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার, আরও কত শত। পরের টুকু তো ইতিহাস। সামাজিক মাধ্যমগুলোর এই উন্মাদ জনপ্রিয়তা গণমানুষের চলমান জীবনকে অনেকটাই পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছে। গোপনীয়তার বিন্দুমাত্র বালাই নেই, অর্থাৎ ব্যক্তিদের যে প্রদান সত্বা নিজস্বতা, কোথাও যেন তার খামতি ঘটেছে। গুষ থেকে উঠে ঘুমোতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তের আপডেট ভালো মন্দ না বুঝেই পোস্ট দিতে ব্যস্ত থাকছে সবাই। বেড়াতে যাচ্ছেন, এখন আমরা অমুক স্টেশনে বসে বাদাম খাচ্ছি, সঙ্গে একখান গ্রুপ সেলফি, কিম্বা গাড়ি নেই শুনশান রাস্তা দিয়ে একাকী হাঁটছি। লাইক, কমেন্টের লোভ, নিজেকে দামি করে পরিবেশন করবার তাগিদ এতটাই প্রবল যে, নিজের নিরাপত্তাটুকুর তোয়াক্কাও করছেন না সাধারণ মানুষ। অনেকে বিপদেও পড়েন, পড়াটাও তো স্বাভাবিকই। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী সকলের মন তো সাদা নয়, অনেকেরই সাদা মনে কাদা থাকেই, আপনি যদি পোস্ট দেন, একটাও গাড়ি ঘোণা নেই, শুনশান রাস্তায় হাঁটছি এক। সঙ্গে একটা ছবি তো দেওয়া একপ্রকার বাধ্যতামূলক, ছবি তো অনেক কথাই বলে, আপনার সঙ্গে কী আছে, মোবইল কত দামি, হাতঘড়িটা কোন কোম্পানি ইত্যাদি। এখন যদি আপনি বিপদে পড়েন, তাহলে দায়টা কার?

আরও একটা শিরঃপীড়ার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, সোশ্যাল মিডিয়ার এক অনন্য সংযোজন চ্যাটিং, নিঃসন্দেহে এটি মন্দ কোনও বিষয় নয়। আমরা কথা বলতে ভুলছি তো, সেই দিক থেকে সংক্ষেপে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা উত্তম মাধ্যম চ্যাট। তবে সব বিষয়ের বালো মন্দ ব্যবহারকারীর হাতে, অনেকেই এই চ্যাটিকে চরম নোংরামির পর্যায়ে নামিয়ে আনছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন, প্রেমিক প্রেমিকা ভিডিও চ্যাটিং করেন না, এমন যুগল খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। অনেকগুলো কামনা বাসনার মধ্যে যৌনতা একটি প্রধানতম প্রবৃত্তি। আমরা কেউই যৌনতাকে অস্বীকার করবার দুঃসাহস দেখাতে পারি না। প্রেমেরও অনেক পর্ব উপপর্ব থাকে। একসময় প্রেম মন থেকে নেমে আসে দেহে। যুগলরা অনেকেই ভিডিও চ্যাটে ধারণ করেন উত্তেজক মুহূর্তেগুলো। প্রেম যেখানে বাসা বাঁধে, বিচ্ছেদও সেখানে সংগোপনে, আত্মগোপন করে তাকে। ওই যুগলের মধ্যে যখনই বিচ্ছেদ দাঁড়িয়ে যায় আড়াআড়ি, অনেকেই সেই ভিডিও চ্যাট দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে, এমনকী সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে মহালঙ্কাকাণ্ড করে বসেন।

> অতিরিক্ত ইন্টারনেটে আসক্তি অ্যাটেশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি নামক মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের সমীক্ষানুযায়ী, ৪-১৭ বছর বয়সী প্রায় ৬০ লক্ষ শিশু এই এডিএইচডি নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত। এই ধরনের শিশুদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়।

সামাজিক সাইটগুলোর আরও একটি মহাক্ষতিকর দিক রয়েছে। বিদ্বেষ ঘৃণা ছড়ানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে সামাজিক মাধ্যম সমূহ। অনগ্রসর মানসিকতার হিংস্র মানুষজন অত্যন্ত সচেতনভাবে এই কাজগুলো করছে। তাদের হাতিয়ার ভুয়ো খবর, মিথ্যা ভাষণ আর প্রতিশ্রুতি। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে যেহেতু তেমন কোনও স্ক্যানার নেই, ফলে দাঙ্গাবাজ, প্রতারকদের উন্মুক্ত দ্বার হয়ে উঠেছে এই সাইটগুলো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু মানুষ প্রতি মুহূর্তে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ভুয়ো খবর, সাম্প্রদায়িক মনগড়া তথ্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দেশীয় ইতিহাস, কৃষ্টি কালচারের মিথ্যাচার করছে। সাধারণ জনমানব জানা অজানায় তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত অসত্য, বিভ্রান্তিকর বাজার গরম করা বিষয় উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে মুল বিষয়সমূহ থেকে নজর সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সন্ত্রাসের মুখ হিসাবে তারা ইসলামকে উপস্থাপন করছে। মুসলিমদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। ভারতে থেকেও কেন পাকিস্তানের পতাকা তোলেন, এ বিষয়েও অনেকেই জানতে চান। আসলে তাদের অজ্ঞতা কিম্বা না জানার সদিচ্ছা থেকেই তারা ভুলে যান ইসলামি পতাকা আর পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা প্রশ্ন সমগোত্রীয়। ফলে ইসলামি পতাকা দেখে পাকিস্তানের পতাকা ভেবে বাজার গরম করা হয় ইচ্ছে করেই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে খুবই সচেতনভাবে লড়িয়ে দয়ে হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে। সম্ভবত নেপোলিয়ন একটি উক্তি করেছিলেন, দীর্ঘসময় শাসন করতে হলে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে মানুষকে ধর্মে ধর্মে লড়িয়ে দাও। সফলতা আসবেই।

বিশ্বের ৩০০ কোটি মানুষ এই মুহূর্তে কোনও না কোনওভাবে সামাজিক মাধ্যম সমূহের সঙ্গে যুক্ত আছেন যা মোট জনসংখ্যার (সাড়ে ৭০০ কোটি) ৪৩ শতাংশেরও বেশি। এত বিরাট জনমানুষের নিকট সামাজিক মাধ্যম সমূহের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার প্রধানত সেতু হল স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা। অনেকেই বাস্তবের ঘর থেকে সময় চুরি করে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সাধারণ একটা ধারণা প্রচলিত আছে, সামাজিক গণমাধ্যমগুলিতে ভয়ঙ্কররম জড়িয়ে বিশ্বনাগারিক হয়ে ওঠায় মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা বলছে ঠিক ভিন্ন কথা, সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ফলে মানসিক চাপ কমা তো দূরঅস্ত, তা বাড়িয়ে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২০১৫ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের তরফে একটি সমীক্ষা করা হয়, প্রাপ্ত যে রিপোর্টে বিশ্লেষকণ দিয়েছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে বহুক্ষেত্রেই সামাজিক মাধ্যমগুলো এক সামাজিক অবক্ষয়ের জন্ম দিচ্ছে। বাড়ছে মানসিক অবস্থা ও হতাশা। শুধু মন নয়, অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তিতে ক্ষতি হয় শরীরও। বিশেষ করে শিশুদের ভার্চুযাল জগতে অবিরত দ্বার, নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়। বড়দের সঙ্গে ছোটরাও সমান সক্রিয় থাকছে। সোশ্যাল সাইটগুলোর পাতায়। সাধারণত তারা কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করে, ওই ফোনগুলোতে ক্ষতিকর রেডিয়েশন পাওয়ার থাকে। বড়দের তুলনায় শিশুদের রেডিয়েশন শোষণ শতকরা ৬০ ভাগ বেশি। রেডিয়েশন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি সুইডেনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের বয়স ২০ বছরের কম অন্যদের তুলনায় ব্রেন ক্যান্সারের সম্ভাবনা পাঁচ গুণ। এছাড়াও অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তি অ্যাটেশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি নামক মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রে সেন্টারস ফর, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের সমীক্ষানুযায়ী, ৪-১৭ বছর বয়সী প্রায় ৬০ লক্ষ শিশু এই এডিএইচডি নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত। এই ধরনের শিশুদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন -তারা আত্মকেন্দ্রিক, অসহনশীল ও অসামাজিক আচণণ করে। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মেশামেশি করতে চায় না। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, যেমন মাথাব্যথা, চোখ দিয়ে জল পড়া, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে পারে। সামাজিক জীবনেরও ক্রমশ একাকী হয়ে পড়ে। জীবনের গুণগত মান নামতে থাকে। একমসয় সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আক্রান্ত শিশুরা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

৬ ডিসেম্বর থেকে চতুর্থ গুয়াহাটি থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল, আসছেন একঝাঁক বলিউডি তারকা ও নাট্যশিল্পী

গুয়াহাটি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ গুয়াহাটী থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল-২০১৯। জানিয়েছেন থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা তথা গুয়াহাটি ভিত্তিক ইংরেজি সাপ্তাহিক জি-প্লাস-এর প্রকাশক সুনীত জৈন। তিনি জানান, গুয়াহাটির মাছখোয়ায় অবস্থিত প্রাগজ্যোতি সংস্কৃতিক প্রকল্পের মিলনায়তনে এবার তিন দিবসীয় কার্যসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় চতুর্থ গুয়াহাটি থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল শেষ হবে ৮ ডিসেম্বর। সুনীত জৈন জানান, ত্রিদিবসীয় থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে মঞ্চস্থ হবে জাতীয় প্রেক্ষাপটে অতি উচ্চ প্রশংসিত তিনটি নাটক। থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের প্রথম দিন মঞ্চস্থ হবে জনপ্রিয় অভিনেতা রাকেশ বেদির বহুচর্চিত নাটক 'পট্রে খুল গয়ে'। হিন্দি ভাষার এই নাটকে অভিনয় করেছেন রাকেশ বেদি ছাড়া প্রবীণ নাট্যশিল্পী অভিজিৎ দত্ত, অনন্ত মহাদেবন প্রমুখ। থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হবে দ্বিভাষিক নাটক 'দ্য ডেভিল বেরস বাটা'। এই নাটকে অভিনয় করবেন ডানিছ ইরানি, সাজিল পরখ, দিলনাজ ইরানি, ডরিয়াছ শ্রফ প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্য শিল্পীরা। নাটক পরিচালনা মেহেরজাদ প্যাটেলের। চতুর্থ গুয়াহাটি থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন মঞ্চস্থ হবে সমগ্র দেশে সমাদৃত তথা প্রায় ১৬ বছর পর মঞ্চ অভিনয়ে ঘুরে আসা বিশিষ্ট অভিনেতা অমল পালেকর পরিচালিত, অভিনীত নাটক 'কসুর — দ্য মিসটেক'। হিন্দি ভাষার এই থ্রিলার নাটকের পরেই সমাপন হবে থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের। থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে নাট্যোৎসবের চেয়ারম্যান তথা উদ্যোক্তা জি-প্লাসের প্রকাশক সুনীত জৈন বলেন, ২০১৬ সালে গুয়াহাটি থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। এই নাট্যোৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অঞ্চলের কলাপ্রেমীদের বিশ্বমানের নাটকের স্বাদ দেওয়া। প্রথম সংস্করণের পরই স্থানীয় কলাপ্রেমী লোকদের অনবদ্য উৎসাহ তাঁর উৎসাহিত করেছে। তাই তাঁর আশা, এ বারও এই নাটকগুলি দর্শকদের আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এদিকে জি-প্লাসের সম্পাদক তথা থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের উপদেষ্টা স্বপ্নিল ভড়ালি বলেন, নাটক প্রদর্শনের সাথে এই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে নাটকের কর্মশালা আর মত-বিনিময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় নাট্যপ্রেমী যুবক-যুবতীদের নাটক শিক্ষার অনবদ্য সুযোগ প্রদান করে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

নয়া পাকিস্তানের স্বপ্ন ও বাস্তব

জয়ন্ত ঘোষাল

ভাল নেই ইমরান খান। এই মুহূর্তে তিনি গভীর সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। আজ থেকে কর্তাপুর করিজর ভারতের শিখ তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে যাচ্ছে। ইমরান খান প্রথমে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় শিখদের কর্তারপুর যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট লাগবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাক সেনাবাহিনী ইমরানের আশ্বাসবাণী নাকচ করে দিয়েছে। এর অর্থ, পাসপোর্ট অনুমোদিত না হলে ভারতীয় শিকদেরজন্য কর্তাপুর করিডর খুলেও খুলবে না। ফলে সংশয় এবং কিন্তু-র কাঁটা রয়েই গেল। রাজনৈতিক ক্ষমতা—যার লালসায় নেতারা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, ন্যায় বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠেন, তার রদবদল কখন কীভাবে ঘটবে, সেই অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে এই ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

পাকিস্তানে এই 'কিস্‌সা কুর্সি কা' চিরকালই অনিত্য ও ভঙ্গুর। নির্বাচন হয়, মানুষ ভোট দেয়, আমরা অঙ্ক কষে বলি নওয়াজ শরিফের ভোট ব্যাঙ্কের অবক্ষয় কতখানি হল আর ইমরান খানের 'পিটিআই' (পাকিস্তান তেহরিক-ই ইসাফ) নামক দলটির শতকরা ভোটব্যাঙ্ক কত বৃদ্ধি পেল। ইমরান এক নয়া পাকিস্তান রচনার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, শুধু তো পাকিস্তানের মানুষকে নয়, সে স্বপ্ন তিনি দেখান বিশ্বকেও। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর দৃশ্যপটে কী আমূল পরিবর্তন। 'জামাযেত উলেমা-ই ইসলাম-ফজল' দলের মৌলনা ফজলুর রহমান প্রথমে সংসদ বয়কটের ডাক দেন। তারপর ফজলুর 'পিপিপি' দলের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করেন এবং জাতীয় অ্যাসেম্বলি থেকে বয়কট প্রত্যাহার করেন। সিন্ধ এলাকার বিধানসভায় 'পিপিপি' তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই রক্ষা করেছে বিগত নির্বাচনে। নওয়াজের 'পাকিস্তান মুসলিম লিগ' বিধানসভা গঠন করতে না পারলেও রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা যে নওয়াজের অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা কিন্তু নয়।

আর এখন তো সর্বশেষ পরিস্থিতি আপনারা অনেকেই জানেন। ফজলুর রহমান লাখ লাখ মানুষ নিয়ে এসে ইসলামবাদকেই ঘিরে ফেলেছেন। ঠিক যেভাবে নওয়াজের জমানায় ইমরান 'পিটিআই' দলের নেতৃত্বে উপবিষ্ট থেকে ইসলামাবাদ ঘেরাও করেন। নওয়াজের নাভিশ্বাস ওঠে। সেদিন নওয়াজের বিরুদ্ধে আমজনতার অসন্তোষ ছিল। দেশের আর্থিক দুর্গতি চরমে উঠেছিল সেদিন। পাক সেনাবাহিনী ইমরানকে ব্যবহার করেই নওয়াজকে সরানোর রাজনীতি করেছিলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ-ও এক অদৃষ্টের পরিহাস। সেদিন নওয়াজকে সরাতে ইমরানকে কাজ লাগিয়েছিল পাক সেনাবাহিনী। তবু ইমরানের শেষ রক্ষা হচ্ছে কই? এখন ইমরানকে সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফজলুরকে।

এককথায় বলা যায়, পাকিস্তানে সংবিধান আছে, ভোট হয়, নির্বাচনও হয়। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর দুই শরিক 'আইএসআই' তথা পাক গোয়েন্দা সংস্থা এবং জিহাদি মোল্লাতন্ত্র। জিহাদি গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ আছে। কিন্তু সেনাবাহিনী একটা বিরাট ছাতার মতো তালিবান, অ-তালিবান, আই এসআই, আফগান ও কাশ্মীরি জঙ্গিদের একটা ইসলামিক মতাদর্শ দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। সেটা কতটা ইসলামিক, তা নিয়ে বৌদ্ধিক বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের কর্মহীন যুব সম্প্রায়কে 'ফিদায়ে' করে তুলতে এই তথাকথিত মতাদর্শের মোড়ক সাহায্য করে।

ইমরান যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন দেখেছি 'পিটিআই' ২০১৩ সালের শতকরা ভোট ১৬.৩২ ভাগ থেকে ৩১.৮ ভাগে, প্রায় দ্বিগুণ করে তুলতে সক্ষম হয়। ২৮ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ১১৫টি আসন পান ইমরান। নওয়াজের শতকরা ভোট ৩২.৭৭ থেকে ২৪.২৯ হয়ে যায়। আসন কমে যায় আরও বেশি। ১২৬ থেকে ৬৪।

তাহলে কী এমন হল যে, পাক সেনাবাহিনীর ইমরান প্রেম এত অল্প সময়ের মধ্যে গুচে গেল? কূটনৈতিক সূত্র বলছে, পাক সেনাবাহিনী প্রথমত আমেরিকার সঙ্গে এতখানি সংঘাতের সম্পর্ক চায় না। বরং বহু প্রাচীন কহবত হল তিনটি 'এ' পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি হল আর্মি, দ্বিতীয় হল আল্লা (পড়ুন, জিহাদি তন্ত্র), আর তৃতীয় শক্তিটি হল আমেরিকা। আমেরিকার কাছ থেকে পাকিস্তান নিয়মিত অর্থ এবং অস্ত্র পেয়েছে। ইমরান ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্পের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে বৈঠক করেছেন। আত্মসমর্পণ করেছেন কার্যত। কিন্তু সেরকম কোনও লাভ হয়নি। পাকসেনাবাহিনী এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ, কেন ইমরান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ম্যানেজ করতে পারলেন না। তালিবানদের স্বর্গরাজ্য নির্মাণে যে পাকিস্তান অতিসক্রিয়, সেকথা ট্রাম্পও মনে করছেন। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যও তা -ই মনে করেন। আজহার মাসুদকে 'বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী' চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিচ্ছে। চিন বা রাশিয়াও সেভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করেনি। উলটে রাশিয়ার সঙ্গে ভারত ব্যাফেল ও অন্যান্য চুক্তি করে ফেলে। এদিকে, আফগানিস্তানে ৪০০ মার্কিন সেনাই নিহত হয়েছেন। ওসামা বিন লাদেনকে অ্যাবটাবাদের সেনা ছাউনিতে যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই ব্রিগেডিয়ার ইজাজ শাহ আজ পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অ্যাবটাবাদে যেখানে লাদেনকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটি সেনা ছাউনির ঠিক পাশেই ছিল। পাকিস্তানকে তাই আমেরিকা অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চায়ে ঘাটতি এখন ১০ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পাকিস্তানকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেও, আমেরিকার অনুমতি ছাড়া একপয়সাও দেবে না।

ট্রাম্প তাঁর ভোটের আগে পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান এই বিষয়টি নিয়ে বেশি দর কষাকাষি করতে যাওয়ায় আমেরিকা আরও রুষ্ট হয়। তার উপর কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ উচ্ছেদ করার পর পাকিস্তান সেনা এখন আরও বিপদে পড়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরে কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাস পাক সেনাবাহিনী ও জঙ্গিরা ঘটাতে সক্ষম হয়নি। বিশ্ব জনমতও ভারতের বিপক্ষে যায়নি। উলটে চিনের প্রেসিডেন্ট মোদির সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে গেলেন সম্প্রতি। দক্ষিণ ভারতে সে তো এক মহাযজ্ঞ হয়ে গেল, যা আমরা দু'দিন ধরে টেলিভিশনে দেখলাম।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ট্রেন দুর্ঘটনার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র থাকলে সরকার খতিয়ে দেখবে : শেখ হাসিনা

ঢাকা,নভেম্বর ১৫।। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় এবং সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রেন দুর্ঘটনার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র থাকলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।তিনি বলেন,এই দুর্ঘটনার পেছনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি বা চক্রান্ত রয়েছে কি না তা তদন্ত করা হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নেব। প্রধানমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার রাতে একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এ কথা বলেন। ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এ সময় স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন।প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেল দুর্ঘটানার প্রসঙ্গে বলেন,আমরা দেখি এ ধরনের ঘটনার পরপরই আরো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। কেন ঘটে তা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে।শীতকাল এলেই কুয়াশার কারণে ট্রেন দুর্ঘটনা বৃদ্ধির বিপরীতে কি করা যেতে পারে তাঁর সরকার সেটা ভেবে দেখবে' উল্লেখ করে তিনি বিএনপি আমলের কথা স্মরণ করে বলেন,এক সময় আমাদের দেশের রেল যোগাযোগটা প্রায় বন্ধই করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল।তাঁর সরকার মতায় আসার পর রেলের পুনরুজ্জীবন ঘটে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরনো যে সব রেললাইন ও ব্রীজ রয়েছে সেগুলোকে মেরামতের পাশাপাশি নতুন লাইনসহ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি।

যেখানে যত পুরনো রেললাইন ও রেল ব্রীজ রয়েছে সেগুলো সংস্কার এবং মানসম্মত করতে একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্যও রেলমন্ত্রীকে নির্দেশ দেয়ার কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী এ সময় রেলের জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের প্রশিণেও তাঁর সরকারের পদেেপর কথা উল্লেখ করেন।শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি এক সময় রেল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে সেখানে লোক নিয়োগ এবং রেললাইন মেরামতের কাজও বন্ধ ছিল। এতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন সেটাই আমরা পূরণের ব্যবস্থা নিচ্ছি। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার মন্দবাগ রেলওয়ে স্টেশনে মঙ্গলবার ভোররাতে সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী ট্রেন উদয়ন এক্সপ্রেস এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী তুর্ণা নিশিথা ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে আজ বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের ৭টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এবং সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের প্রেেিত পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যে ভেজাল, চলমান সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদক বিরোধী অভিযান, মেট্রো রেল, দেশে পারমাণবিক এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বুয়েটের ছাত্র আন্দোলন এবং শিক আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বিরোধীদলের এক সংসদ সদস্যের বক্তব্যের প্রেেিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের একটি রাজ্যে পেঁয়াজের দাম ৮/১০ টাকা আছে। কিন্তু সেখান থেকে বাইরে পেঁয়াজ যেতে দেয়া হচ্ছে না। তবে, ভারতের অন্যত্র পেঁয়াজের দাম বেশি। সমগ্র ভারতবর্ষে পেঁয়াজ প্রায় একশ' রুপিতে বিক্রয় হচ্ছে।তাঁর সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে টিসিবি'র মাধ্যমে ৪৫ বা ৫০ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রয়ের তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাশাপাশি আমরা মিশর এবং তুরস্কসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও পেঁয়াজ আনার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির এলসি খোলা হয়েছে।বিদেশ থেকে আমদানি করা পেঁয়াজকে জনগণের নাগালের মধ্যে আনতে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন,ইতোমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি- টিসিবি সে পেঁয়াজ নেবে এবং বিতরণের ব্যবস্থা করবে। সব জেলায় ট্রাকে করে এই পেঁয়াজ চলে যাবে।তিনি বলেন,আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন আছি। যাতে মানুষের সমস্যা না হয়।ইতোমধ্যে এক মওসুমের পরিবর্তে ১২ মাস যেন পেঁয়াজ হতে পারে গবেষকরা পেঁয়াজের সে ধরনের বীজ উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমরা এটি বাজারজাত করবো এবং তখন আর কারো মুখাপেী হয়ে থাকেতে হবে না। নিজেদের চাহিদা মত আমরা উৎপাদন করতে পারবো।

খাদ্যে ভেজাল প্রসংগে শেখ হাসিনা বলেন,এ সম্পর্কে বিরোধীদলের নেতাও বলেছেন, এটা ঠিক। আসলে মানুষের চরিত্র বদলায় না, বারবার অভিযান চালানোর পরেও। তবে, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।অতীতে বিএনপি সরকারের সময় চিংড়িতে লোহা ঢুকিয়ে ইউরোপে রপ্তানির প্রেেিত সেখানে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ভেজাল বন্ধ করে আবারো এই রপ্তানি চালু করেছে। বিএসটিআই'র মানোন্নয়ন করে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে বিএসটিআই'র টেস্টিং ল্যাব চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।তিনি স্থল ও নদী বন্দরসহ দেশের বিভিন্ন 'এন্টি'এবং 'এগজিট পয়েন্টে' টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

শিকদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই তাঁর সরকার প্রায় আড়াই হাজার স্কুল এমপিওভুক্ত করে অন্য সকল শ্রেণী পেশার সঙ্গে শিকদের বেতনও বাড়িয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে এমপিওভুক্তির একটি মানদন্ড দেয়া হয়েছে যারা এটা পূরণ করবে বাকি থাকলে তারাও এমপিওভুক্ত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন,৬৫ হাজার ৬২৬ জন হেড মাস্টারকে ১১তম গ্রেড দেয়া হয়েছে। ৩ লাখ ৮২ হাজার সহকারী শিককে ১৩তম গ্রেড দেয়া হয়েছে। শিকদেরও আমরা আপগ্রেড করে দিয়েছি। তাদের বেতনের পরিমাণ এখন অনেক বেশি।শিকদের প্রশিণ প্রদান ও প্রশিণকালীন ভাতা প্রদান এবং ট্রেনিং গ্রহণ করলে তাঁদের চাকরির আপগ্রেডেশনেরও তথ্য দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যের প্রেেিত মাথায় ব্যথা থাকলে মাথা কেটে ফেলা বা দু,একটা দুর্ঘটনার জন্য রেল বন্ধ করে দেয়ার মনোভাবের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গাড়িতে তো

ছয়ের পাতায়

বিএনপি নেতারা আইনের শাসনে বিশ্বাসী নন : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,নভেম্বর ১৫।।আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি নেতারা আইনের শাসনে বিশ্বাসী নন। বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে তাদের দুর্বার আন্দোলনের অপোয় থাকার কথাও বলেন তিনি।তিনি বলেন,বিএনপি নেতারা বলেছেন তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে জেল থেকে বের করে আনবেন। তারা বার বার বলছেন, আইনি লড়াইয়ে খালেদার মুক্তি হবে না। আমরা তাদের দুর্বার আন্দোলন দেখার অপোয় আছি।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, কেন্দ্রীয় সদস্য এস এম কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।আওয়ামী লীগের উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে সংসদ সদস্যদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, যারা এমপি হতে পারেননি তারা যেন নেতা হওয়ার সুযোগ পায়।তিনি বলেন, সংসদ সদস্যরা জেলা পর্যায়ে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন। কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সমন্বয় করতে হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

আগামী কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের কমিটি বর্ধিত করার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কাদের বলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক শেখ হাসিনা। তিনি কাকে নেতা বানাবেন কাকে বাদ দেবেন সেটা নেত্রীর এখতিয়ার।তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে যে পরিমাণ কাউন্সিলর থাকবে তার সমপরিমাণ ডেলিগেট থাকবে। দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। তারা তাদের চিঠিতে মতামত জানিয়ে দিতে পারেন।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর। এছাড়া আগামী ৩০ নভেম্বর ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর ও দিণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা মুজিব বর্ষকে কালারফুল করতে চাই। মুজিব বর্ষ পালনের মূল অনুষ্ঠানে অনেক বিদেশি অতিথিকে দাওয়াত দেয়া হবে।সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন, যাদের কারণে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ আনা হচ্ছে বিমানে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা,নভেম্বর ১৫।। নানামুখী উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর পেঁয়াজ পরিস্থিতি সামালে এখন বিমানে করে এই খাদ্যপণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝিতে মিশর ও তুরস্ক থেকে বিমান যোগে পেঁয়াজ ঢাকায় পৌঁছাবে বলে আশা করছেন বাণিজ্য সচিব জাফর উদ্দিন। তিনি শুক্রবার বলেন,বাজারের এই পরিস্থিতিতে সরকার মিশর ও তুরস্ক থেকে বিমানযোগে পেঁয়াজ আনার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী সপ্তাহের সোম অথবা মঙ্গলবার এই পেঁয়াজ দেশে এসে পৌঁছাবে। তারপর টিসিবির মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপকভিত্তিতে পেঁয়াজ বিপণন করা হবে।ঢাকার পাইকারি বাজারগুলোতে শুক্রবার ভালো মানের দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে প্রতিকেজি ২২০ টাকা থেকে ২৩০ টাকায়, মিয়ানমারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১৮০ টাকা থেকে ১৯০ টাকায়, আর মিশর-তুরস্কের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকা থেকে ১৭০ টাকায়। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আঘাত হানার পর থেকে প্রতিদিন পেঁয়াজের দাম ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা হারে বাড়ছে। পাইকারির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিদিনই খুচরায় বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। এদিন খুচরায় সর্বোচ্চ ২৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে পেঁয়াজের কেজি। অস্বাভাবিকভাবে দাম বৃদ্ধির জন্য পেঁয়াজের সরবরাহ ঘাটতির কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার পর আমদানি করতে নতুন দেশ খুঁজতে শুরু করে বাংলাদেশ। এরপর ৬৬ হাজার ১৬২ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র (এলসি) খোলা হলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ এসেছে মাত্র ছয় হাজার টনের মতো।এই পরিস্থিতিতে অন্যদের ওপর নির্ভরতা বাদ দিয়ে সরকারিভাবেই পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে বলে বাণিজ্য সচিব জানান।তিনি বলেন,এই প্রথম সরকার নিজ উদ্যোগে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে। পরিস্থিতি এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। নতুন পেঁয়াজ আসার আগ পর্যন্ত এবং সমুদ্র পথে পেঁয়াজ আসার আগ পর্যপ্ত এভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে। শুধু মিশর তুরস্ক নয়, ইউক্রেইন, আফগানিস্তানসহ আরও কয়েকটি দেশ থেকে বিমান যোগে পেঁয়াজ আনতে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।তবে প্রতিদিন কী পরিমাণ পেঁয়াজ আসবে এবং দাম কত হবে, সে বিষয়টি এখনই পরিষ্কার করতে চাননি তিনি।পেঁয়াজের দাম ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিদেশ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমদানি, অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান, খোলা বাজারে সুলভমূল্যে বিক্রিসহ নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বাণিজ্য সচিব জাফর উদ্দিন বলেন, এরপরেও বাজার পরিস্থিতি সন্তোষজনক করা যায়নি। এইেে ত্র কেবল সরকারের ব্যর্থতা নয়, বরং বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো বিষয় কাজ করেছে। তবে এই মুহূর্তে ওই সব বিশ্লেষণ করে লাভ নেই।

শুক্রবারের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে শ্যামবাজারের আমানত ভান্ডারের পরিচালক মানিক বলেন, বাজারে মিয়ানমার কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের পেঁয়াজের সরবরাহ একেবারেই কম। সেই কারণে দাম কমানোর কোনো উদ্যোগ কাজে আসছে না। সরবরাহ বাড়াতে না পারলে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।মিরপুরের রূপনগরের একটি মিনি সুপার শপের পরিচালক মাসুদ বলেন, তার এলাকায় মুদি দোকানগুলোতে পেঁয়াজের সংগ্রহ 'নেই বললেই চলে'। গতকাল তিনি ১৮০ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি করছিলেন। কিন্তু রাতে বাজার বেড়ে যাওয়ায় তিনিও ২১০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হন। শুক্রবার মিরপুর পাইকারি বাজারে এসে দেখেন সেই পেঁয়াজই পাইকারিতে ২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফরিদপুর থেকে ঢাকায় পেঁয়াজ সরবরাহকারী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জেলার হাটগুলোতে পেঁয়াজের সরবরাহ একেবারেই নেই। যেখানে আগে প্রতি হাটে একশ থেকে দেড়শ বস্তা পেঁয়াজ উঠত সেখানে এখন উঠছে ১০ থেকে ১৫ বস্তা। একজন গৃহস্থ এক বস্তা পেঁয়াজ নিয়ে এলে পাইকাররা তাকে ঘিরে ধরছেন। ফলে এমনিতেই দাম লাফিয়ে বাড়ছে।শুক্রবার ফরিদপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজবাড়ীসহ ওই এলাকার হাটগুলোতে এক মণ পেঁয়াজ সাড়ে ৯ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছিল বলে জানান সরবরাহকারীরা।

এখনই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসতে চান না সজিব ওয়াজেদ জয় ঃ সাধারন সম্পাদক কাদের

ঢাকা,নভেম্বর ১৫।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এখনই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে 'আসতে চান না' বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেছেন,এখানে জয়ের ইচ্ছার ব্যাপারও আছে। নেত্রীকে এ নিয়ে কোনো কিছু বললে তিনি বলেন, জয় তো আসতে চায় না। এখনও তার আসার আগ্রহ নেই। শুক্রবার ধানম-ি তে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে কাদেরের এমন উত্তর আসে।প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জয় ২০১৫ সালে তার পৈত্রিক এলাকা রংপুরে পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি আসেন। পরের বছর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে রংপুর থেকে কাউন্সিলর হয়েছিলেন তিনি। এবারও তাকে প্রথম নির্বাহী সদস্য করে পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।আওয়ামী লীগের আসন্ন ২১তম জাতীয় সম্মেলনে তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দেখা যাবে কি না- সেই প্রশ্ন সাংবাদিকরা রেখেছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদকের কাছে। উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন,সেটা আমাদের পার্টির সভাপতি, রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের বিষয়। জয় তো আছেনই। আমি বারবারই নেত্রীকে বলে আসছি, যে জয়কে আপনি পরবর্তীকালের জন্য গ্রুমিং করার বিষয়টা এটা নেত্রীর সিদ্ধান্তের ব্যাপার। জয়ের নিজেরও ইচ্ছার ব্যাপার। এর আগে জয় নিজেই কোন পদ যেভাবে আছেন, সেভাবেই তিনি আপাতত থাকতে চান।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পীরগঞ্জ আসন থেকে জয়কে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু জয় তাতে রাজি হননি বলে জানান কাদের।আওয়ামী লীগের সর্বশেষ জাতীয় সম্মেলন হয় ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর। সেই হিসাবে গত অক্টোবরেই শেষ হয়েছে বর্তমান কমিটির মেয়াদ।ইতোমধ্যে পরবর্তী সম্মেলনের জন্য ২০ ও ২১ ডিসেম্বর তারিখ ঠিক করে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী এ দলটি।

আগামী সম্মেলনে দলের সম্পাদকম-লীতে নতুন কাদের দেখা যেতে পারে জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন,পুরনো মুখ, নতুন এটা ডিসাইড করার মালিক আমাদের সভাপতি, আমাদের গঠনতন্ত্রে তাকে এই মতা দেওয়া আছে। আমাদের নেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, তিনি নির্ধারণ করবেন, কে আসবে দলে। আমাদের দলে শেখ হাসিনা ছাড়া আরও কেউ অপরিহার্য ব্যক্তি নয়।আর নিজের পদে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে এক প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, নেত্রী যা ইচ্ছা করবেন সেটাই হবে। তিনি পরিবর্তন চাইলে পরিবর্তন হবে। আমাদের এখানে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। হয়ত কারও কারও ইচ্ছা, আকাঙ থাকতে পারে। সাধারণ সম্পাদক পদেও প্রার্থী থাকতে পারে। সেখানে কোনো অসুবিধা নেই। আমি যদি মনে করি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ হতে পারবে না, এটা তো ঠিক হবে না।

আওয়ামী লীগের কমিটির পরিধি বাড়তে পারে কিনা- এ প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন,আওয়ামী লীগের কমিটির কলেবর এখন পর্যন্ত বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা নেই। কমিটি ৮১ জনেরই থাকবে। আমাদের নেত্রী যেটা মনে করছেন, আপাতত কমিটিতে সংখ্যা বাড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই।বর্তমান কমিটিতে সদস্যের একটি এবং সভাপতিম-লীর যে দুটি পদ খালি আছে, সেগুলো সম্মেলনের মধ্য দিয়েই পূরণ করা হবে বলে জানান তিনি।আওয়ামী রীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনে বিএনপিসহ সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।তিনি বলেন,প্রতিবার যাদের আমন্ত্রণ করি, এবারও তাদের করব। যারা জোটের অংশ, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আমরা বিএনপিকেও দাওয়াত দেব।বিদেশ থেকে প্রতিনিধি যেহেতু মুজিব বর্ষে আসবে, সে জন্য জাতীয় সম্মেলনে আমরা তাদের দাওয়াত দিচ্ছি না। তবে আমরা এখানে কূটনৈতিকদের দাওয়াত দেব।

আওয়ামী লীগের উপজেলা পর্যায়ের কমিটির নেতৃত্বে দলীয় সংসদ সদস্যদের না রাখতে দলীয় সভাপতির নির্দেশনা রয়েছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন,উপজেলা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্যরা সভাপতি পদপ্রার্থী হন, এটা নিরুৎসাহিত আমরা করছি। উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের আমরা অনুরোধ করছি, তারা যেন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদে না এসে, ত্যাগী ও দুঃসময়ের নেতা-কর্মীদের একটা সুযোগ করে দেন। কারণ তাদেরও অধিকার আছে। তারা এমপিও হতে পারেনি, দলেও নেতৃত্ব পাবে না- এটা তো হয় না। জাতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনা জানিয়ে কাদের বলেন, সম্মেলনের প্রথম দিন সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনটি আকারে কিছুটা বড় হলেও তিনি সংপ্তি আকারে পড়বেন। এছাড়া থাকবে শোক প্রস্তাব।সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন কাউন্সিল অধিবেশন হবে। যদি আমাদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে কোনো সংশোধনী থাকে, সেটার অনুমোদন নেওয়া হবে। সংশোধনীর ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আমরা জেলা শাখাগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছি, তাদের কোনো প্রস্তাব আছে কিনা, সংযোজন, সংশোধন অথবা পরিমার্জন পরিবর্ধনে জেলা শাখার কোনো প্রস্তাব আছে কিনা, সে ব্যাপারে চিঠি পাঠাতে বলেছি। সহযোগী সংগঠনগুলার সম্মেলনে বিশৃঙ্খলা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 'চোখে পড়ার মত' সংঘাত আওয়ামী লীগে হয়নি।স্বেচ্ছাসেবক লীগের উত্তরের সম্মেলনে বসা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে একটু চেয়ার ছোড়াছুড়ি হয়েছে, এটা সত্য। যারা যারা করেছে, তাদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এটা সিরিয়াসলি বলা হয়েছে। চট্টগ্রামে তো সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো ঘটনা ঘটেনি।

কাদের বলেন, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দণি আওয়ামী লীগের সম্মেলন এক সঙ্গেই হবে। কীভাবে সম্মেলন পরিচালিত হবে তা মহানগর নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।আপনারা দেখেছেন এই সম্মেলনে একই মঞ্চেই আমরা সবগুলো সম্মেলন করব। দলের জাতীয় সম্মেলনও এ মঞ্চেই হবে। মঞ্চটা আমরা আকৃতি, আকার পরিবর্তন করেছি, এখন নৌকারে আদলে মঞ্চটা তৈরি হয়েছে। আগামীকাল স্বেচ্ছাসেবকলীগের জাতীয় সম্মেলন থেকে এই মঞ্চেই আমাদের সবগুলো সম্মেলন হবে। সে ব্যাপারে সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুস সবুর, কেন্দ্রীয় সদস্য এস এম কামাল হোসেন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার মুক্তি চেয়ে হাসিনাকে অনুরোধ বিএনপি'র এমপি হারুনের

ঢাকা,নভেম্বর ১৫।। চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন দলটির সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ।গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তিনি এ অনুরোধ জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির সাংসদ হারুন বলেন, মাননীয় সংসদ নেতাকে (শেখ হাসিনা) বিনীতভাবে অনুরোধ, অন্তত চিকিৎসার স্বার্থে উনাকে (খালেদা জিয়া) জামিনে মুক্তি দিন। উনার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আপনি (শেখ হাসিনা) গ্রহণ করুন।উনার (খালেদা জিয়া) যে বয়স উনি চলাফেরা করতে পারেন না। সংসদ নেতার দৃষ্টিতে বিষয়টি নিয়ে এসে এ বিষয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করব।

সরকারের অনুমতি নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি (খালেদা জিয়া) এদেশের আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সত্যিকার অর্থেই উনার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।দুর্নীতির দুই মামলায় দ- নিয়ে গত বছর ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস ধরে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আছেন। তবে সেখানে তার সুষ্ঠু চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ বিএনপি নেতাদের।

দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগতি হচ্ছে বেসরকারি সুরক্ষা ব্যবস্থার ঃ মণীশ শঙ্কর শর্মা

বেঙ্গালুরু, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগতি হচ্ছে প্রাইভেট সুরক্ষা ব্যবস্থারউ অনুমান করা হচ্ছে, ২০২১ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হবেন ৩.১ মিলিয়ন মানুষউ ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট (আইআইএসএসএম)-এর ২৯ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাইভেট সুরক্ষা সংস্থার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ আইপিএস-এডিজিপি মণীশ শঙ্কর শর্মা।

কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর কোনরাড হোটেলে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট (আইআইএসএসএম)-এর ২৯ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনউ আইআইএসএসএম-এর ২৯ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার 'ডিজিটাল যুগে লোকসান প্রতিরোধের নতুন দৃষ্টান্ত' ছাড়াও 'পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি ও সুরক্ষা উদ্যোগ' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মণীশ শঙ্কর শর্মা। মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের কর্মরত আইপিএস অফিসার মণীশ শঙ্কর শর্মা বলেছেন, প্রাইভেট সুরক্ষা ক্ষেত্রে ৮.৯ লক্ষ মানুষ কাজ করছেনউ ভারতের প্রাইভেট সুরক্ষা উদ্যোগে অনুমান হল, ২০১৬ সালের সময়কালে ৫৭,০০০ কোটি টাকার টার্নওভার হয়েছিলউ কিন্তু ফিক্কির অনুমান, রাজস্ব আয় বেড়েছে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা।

সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির বিশাল পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে মণীশ শঙ্কর শর্মা বলেছেন, প্রাইভেট সুরক্ষা সরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় চারগুণ বেশি এবং ২২,০০০ প্রাইভেট সুরক্ষা সংস্থাগুলি দেশের প্রায় ৯ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছেউ প্রাইভেট ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছেউ উনি জোর দিয়ে আরও বলেছেন, বিনোদন ইভেন্টগুলিতে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশকে জড়িত করার কোনও দরকার নেইউ এরফলে আইনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মূল্যবান শ্রমশক্তির অপচয় হবে।

মণীশ শঙ্কর শর্মার কথায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথমে 'মহম্মদ বিন জায়েদ ইউনিভার্সিটি অফ আর্টিফিশিয়ল ইন্টেলিজেন্স'-এর স্থাপনা করে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছেউ দুর্দান্ত কর্মসংস্থান ছাড়াও, আত্মনিরীক্ষণের জন্য প্রাইভেট সুরক্ষা ক্ষেত্রের জন্য এখন ভালো সময়উ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একজন প্রহরী হিসেবে নতুন নিয়োগের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং অভিমুখীকরণের সঙ্গে যথাযথ দক্ষতার সঙ্গে আপগ্রেড করা দরকার।

একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে শুক্রবার রাজপথে দ্বিচক্র যান চালকদের সচেতনতার কর্মসূচি। ছবি -নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গিলরয়

আয়না খোলা আছে। ডান পাশে কেউ নেই। বায়ে আমি। একা। গাড়িটা সামান্য দুলছে। সামনে ট্রাক, যে কিনা বিশাল কে টমেটো ক্ষেত তুলে এনেছে। গা খোলা টমেটো। সামান্য একটা জালি কাপড়ে ঢাকা। কোনো ডাল পাতা নেই। এই কণা মাটিও নেই ট্রাকে। শুধু টমেটো অরা টমেটো। টসটসে। লাল গাড়িগুলো চলছে। কখনও বা দুলছে। ধীর লয়ে।

চলছে নয়, বরং মাঝে মাঝে একটু আধটু নড়ছে। রাস্তায় এভাবে বসে থাকা। সকালে অফিসে যেতে এই পথটা প্রতিদিন পাড়ি দিই। মিনিট বিকেশের পথ অচ পুরো এক ঘন্টা খরচ। দুপুরের ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া ব্লাডি এক ইডিয়েট আমি। ক্ষুধাটা বাড়ছে। সকালের টোস্ট চা এরই মাঝে হজম। তার উপর ঝা ঝা রোদ। এখন এই বনেটে রোদের ফ্রাইপ্যান অনায়াসেই একটা ডিমপোচ করে খেয়ে নিতে পারি। পাশেই এক ডিমভর্তিভ্যান— ড্রাইভার আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। একবার নয় দুবার। আমার ডিমপোচ খাওয়র ইচ্ছাটা কী তবে সে বুঝতে পেরেছে।

এতো এতো নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। গোল, চ্যাপ্টা, ভারী। দু-একটা রঙচটাও আছে। যদিও গাড়িগুলো চকচকে। মসৃণ। মনে পড়ে, একসময় শোরুমে গিয়ে ওদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম। আহা কী মসৃঁণ। নেইলপলিশ দেওয়া আঙুলের মতোই শরীর। বরং ওটার থেকেও বেশি মোলায়েম। এ পথে গাড়িরা আজও সিক্সি, ঠিক আগের মতোই সুন্দরী। কিন্তু আমার চোখে আর সইছে না। টানা তিন বছর। এ পথ। সকাল বিকেল। ট্রাফিকের ধুম। রেডিও শুনি কিছুক্ষণ। আর কতো। শব্দগুলো পোকার মতো। কী তাদের কিলবিল। মাঝে মাঝে মগজে ঢুকে যায় আমার। এতো কথা বলে মানুষ। এতো কথা। গানগুলোকে কথার ভাঁজে ভেঙে ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে কারা যেনো ঠিক কবে একটা আস্ত গান শুনেছি রেডিওতে মনেপড়ছে না। পিংক ফ্লয়েডের বাদামিগুড়ো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমার ক্ষুধার্ত চোখে ডিমভর্তি ভ্যানের পিছু নিচ্ছে। বার বার। ট্রাফিক জ্যাম উৎ! ওহে গাড়ি নিতম্ব তোমার হটাও এবার। অপেক্ষা আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে বরং ওকে নিয়ে ভাবি। আমার সুমনা। রাজহাঁসের আদলে যায় নিতম্ব। কবে যে আসবে সুমনা। নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাচ্ছে এখন। একটা ফোন করতে পারি দেশে। হাতে ঘন্টাখানেক সময় আছে। থাক। ওখানে সকাল ফোটেনি এখনও। প্রায় ভাবি ও এলে এই পথে একসঙ্গে যাবো। আমি আর সুমনা। আমার প্রতিদিনের বিড়বিড়। আমি একলা চলা জীবনের ইতি। তুমি চলে এসো সুমনা, কোনো যৌবনবতী টমেটো ট্রাকে আমি আর চোখ রাখবো না সুমনা। কসম। কিংবা কোনো ডিমভর্তি ভ্যানের নিতম্বে সুমনা, তুমি চলেএসো।'

অফিসে পৌঁছে সুমনাকে ফোন করি। আজ এতো প্রফুল্ল শোনাচ্ছে কেনো মেয়েটাকে। খরবটা কালই পেয়েছে ও। কান্নাজড়ানো গলা। ভিসা হয়ে গেছে। আমিও কথা বলতে পারছি না। এতো অপেক্ষা। এতোটা দীর্ঘ। ফোনটা কেটে দেই আমি। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি তখনই। আজ আর ফিরবো না। বসের টেবিলে ছোট্ট একটা নোট রেখে, বাড়ি যাচ্ছি, কাল দেখা হবে।'

কী করবো বুঝতে পারছি না। বিকেলে দোকান থেকে কী সব কিনে আনি। সুমনার জন্য। আমাদের নতুন সংসারের জন্য। এই অপেক্ষা ভালো লাগে আমার। সুমনার জন্য। আর মাত্র চারদিন পর। অফিস পথের ট্রাফিক জ্যামটাও খারাপ লাগে না। শুধু ভাবি সুমনা আর আমি এক সঙ্গে পাড়ি দেবো এই পথ। বিকেলে ফিরবো একই পথেই। ওর ইউনিভার্সিটিটাও আমার অফিস যাওয়ার পথেই। ভাগ্যিস সব কাছাকাছি। বাড়ি ফিরেই সুমনাকে ফোন করি। আমাকে কী কী রেঁধে খাওয়াবে জানতে চাইলে ও হেসে বলে, আমি কিচ্ছু পারি না। আমি বলি, শিখে যাবে, আমিও কিছু কিছু পারি, তোমাকে শেখাবো। মশলার গন্ধ আমার ভালো লাগে না সজীব। ওহ, থাক তাহলে রাঁধতে হবে না। আমরা বাতাস খাবো! আমি হাসি! সুমনাও।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছি। আমার পাশেই সুমনা। আমার অপেক্ষা শেষের সুমনা। ও গল্প করছে মা, বাবার অমার ছোট বোনটার, এমনকি আমার ফেলে আসা বইগুলোরও। যত্ন করে ঝেড়ে মুছে রেখে এসেছে সুমনা। ঘরে ফিরে চাইনিজ খাবারগুলো প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছি। সুমনা ক্লান্ত। খেতে পারেনি তেমন। জেটল্যাগ থাকবে কয়েকদিন ওর। দিনে ঘুম ঘুম, রাত জাগা জাগা। আমর তাই হয় দেশ থেকে ফিরলে।

ছুটি শেষ আমার, ওর জন্য দু'দিন বাড়িতেই ছিলাম। বিকেলে বাজারে গেলাম। সুমনা ফল টল কিনে নিলো। আমি মাছ, মাংস , মশলাপাতি। বোঝা গেলো, সুমনার আগ্রহ নেই রান্নায় একদম নেই। আমি মুচকি হাসি। মেয়েরা এমনিতেই শিখে যায়, আমি বলতেই সুমনা বলে, 'পারবো না, আমার ভালো লাগে না'। আছা ঠিক আছে, সুমনা আমি ম্যানেজ করে নেবো। আজ সন্ধ্যা না নামতেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। কাল থেকে অফিস। আমার ভালোই লাগছে। কাল সুমনা যাবে আমার সঙ্গে। আমার পাশের সিটে বসে। ভাবছি শুধু।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে গেছে সুমনা। কফিটা ভালোই বানিয়েছে। অমারা বেরিয়েছি সেই পথে। সকালের ট্রাফিক জ্যাম। কিন্তু আমার বোরিং লাগছে না। ফ্রেশ লাগছে ওকে। সুমনার মিষ্টি গন্ধে গাড়িটা ভরে আছে। আমার হাতে ঘড়িটা খুঁটছে। আঙুলও । আমি চাই ও আমার আঙুলগুলো ছুঁয়ে থাকুক। কাল রাতের মতো। রেডিও বন্ধ করে দিই। সুমনা গুন গুন করে। আমার অপেক্ষা শেষের সুমনাকে দেখি। বারবার। সুমনাও। আজ কী একটা মুভি দেখতে যাবে সুমনা? হুম, কখন?' এইতো সাতটার দিকে । যাবো।

জানালা খোলাই ছিলো। হঠাৎ সুমনা কেমন করে যেনো তাকালো। বাইরের দিকে চোখ। সজীব, আমরা কোথায়? আমার ভালো লাগছে না। এইতো পৌঁছে যাবো আরও মিনিট বিশেক পর তোমার ইউনিভার্সিটিতে। সজীব, জানালা বন্ধ করো, আমার খারাপ লাগছে, কিসের গন্ধ এটা?' আমি ভাবি পেট্রোলের গন্ধ হবে হয়তো। ওর খারাপ লাগছে, এতো গুলো গাড়ি ট্রাফিকে আটকে থাকলে যা হয়। সজীব এটা তো রসুনের মতো গন্ধ। ওহ আমার ভলো লাগছে না। নাক চেপে আছে সুমনা। এটা তো গিলরয়, সুমনা আমরা গিলরয় পার হচ্ছি, এখানে অনেক রসুনের ক্ষেত। গন্ধ তো থাকবেই। সুমনা আরও ভালো করে নাক চেপে ধরে। একটু পর পর নিশ্বাস নিচ্ছে ও! জ্যাম ছুটতে আরও মিনিট দশেক লেগে গেলো। আমরা সুমনার ক্যাম্পাসে পৌঁছে গেলাম। প্রথমদিন। সুমনা কেমন উসকো খুশকো চুলে ভেতরে গেলো। গন্ধটাতে ওর বোধহয় কষ্ট হয়েছে। অবশয আমার এমন হয় না।

অফিস থেকে দু'বার ফোন করলাম। পরের বার মোবাইলটা ধরলো সুমনা। সজীব, আমরা কি ওই পথেই বাড়ি ফিরবো? হ্যাঁ, কেন? না কিছু না!। বিকেলে একটু দেরি হলো আমার। সুমনা অপেক্ষা করছিল। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। আমাদের আর মুভি দেখা হলো না সন্ধ্যায়। সুমনার চোখভর্তি ঘুম। গিলরয় আসতেই গাড়িতে নড়ে চড়ে বসলো সে। নাক চেপে পার হলো কয়েক মিনিটের পথ। বাড়ি ফিরে সুমনা কিছুই খেলো না। সোফায় বসে টিভি দেখতে দেখতেই ঘুম। আমিরিমোট খুঁজি। টিভি বন্ধ, বাতিটাও। কাপড়টাও পাল্টায়নি। সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। আদুরে বেড়ালের মতো ঘুমিয়ে আছে সুমনা। বিছানায় নিতে গিয়েও থেমে যাই। কপালে হাত রাখি। জ্বর এলো নাকি।

সকালে তৈরি হয়ে বসে আছে। আজ আমারই দেরি হয়ে গেছে। কফিটা নিয়ে গাড়িতে উঠে বসি। সুমনা মুচকি হেসে বলে, 'আজ সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছি আমরা?' তুমি যেখাে যেতে চাও, সেখানেই যাবো আমরা, আমি হেসে বলে উঠি। বিশাল এক লরিরকাছে এসে গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করি। দু'জনে কথা বলতে বলতে কখন যে গাড়িটার এতো কাছাকাছি চলে এসেছি খেয়াল করিনি। সুমনা আবার নাক চেপে ধরে। আমরা গিলরয় পার হচ্ছি যে। অস্থির হয়ে যাচেছ সুমনা। কী যে করি। এই দশ মিনিট কিছুতেই পেরুতে চায় না। বাড়িরা বদলে ফেলতে হবে। এই এলাকায় আর থাকা যাবে না। সুমনাকে তাই বলি আমি। মুখ নিচু করে রাখে। রাতে আর কোথাও যাওয়া হয় না আমাদের। শরীরটা ভালো নেই সুমনার। কালই ওকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। সুমনার অ্যাজমা আছে আমি জানতাম কিন্তু কী হচ্ছে তা বুঝতেপারছি না। রসুনের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতেই গন্ধটা ওকে কেমন অস্থির করে ফেলে।

ভোর। কিছুটা শীতের আমেজ। তৈরি হচেছ সুমনা। আয়নাতে মুখ ফেরানো। লালে খুব মানায়। স্লিভলেস টপসে ভালো লাগছে খুব। পিঠে চুমু খেতে খেতে ভাবি অজ অফিস নাগেলে কী হয়। সুমনাকে বলি। ওর ক্লাস মিস করা যাবে না। আচ্ছা দেরি করে যাই। না। ধুর মেয়েটা কোনো কথাই শুনলো না। ব্লেজারটা পরে নিয়ে বলে চলো যাই। নতুন ক্লাস মিস করা যাবে না সজীব।

কাল শনিবার। অনেক কাজ। লন্ড্রিটাও করতে হবে। আমার আর সুমনার কাপড়ের স্তুপ রেখে আমরা বেরিয়ে যাই। এতোটা ট্রাফিক জ্যাম। আজ আবার কী হলো। আশে পাশে কোথাও বড় কোনো অনুষ্টান হচ্ছে কী। নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্ট। সুমনা ব্যাগ থেকে পারফিউম বের করে হাতে রাখে। গিলরয়ের জন্যে প্রস্তুতি হয়তো। বসে আছি গাড়িগুলো নড়ছে না তেমন। অফিসেফোন করে বলি, আজকে দেরি হবে, হয়তো তিরিশ মিনিট বা আরও বেশি। সুমনাও ওর ক্লাসমেটকে ফোন করে। ক্লাসটা মিস হবে ভেবে আফসোস করে। থেমে থেমে গাড়ি চলে। আমরা গাড়ির নিতম্বের দিকে তাকিয়ে আছি। গোল চ্যাপ্টা, ভারী। আর রাজহাঁস নিতম্ব নিয়ে ঠায় বসে আছে সুমনা। ওকে বলি, বলোতো কেন আজ বেরুলাম, ঘরেইতো ভালো ছিলাম। তোমার জন্যে এই জ্যামে বসে থাকা। সুমনা হাসে, আমি কি জানতাম।' খানিকটা এসে চুমু খায় কপালে। চুলের গন্ধ নিতে আমি আরও এগিয়ে যাই। পাশেই ট্রাক। সুমনার পাশ ঘেঁষে গা খোলা টমেটোর ট্রাক। মসৃণ। আমিও মিশে থাকি ওর পিঠে, বুকে। এতোটা লাল। এতোটাই লাল। গা খোলা টমেটোর ট্রাক। সুমনা তুমিও লাল!জাপটে ধরে আছি। এভাবেই। বুকে পিঠে।

গাড়িগুলো খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে। উৎ এ কিসেরমাঝে আটকে গেছি আজ। সুমনার মুখ ফ্যাকাসে হতে থাকে। বুঝতে পারি গিলরয় এসে গেছে। হাতের পারফিউমটা খুলে স্প্রে করে সুমনা। আমি গাড়ির গ্লাস বন্ধ করে দেই। এসি চলছে। দু-তিন মিনিট যেতেই ঘেমে উঠছে সুমনা। এ কী! গাড়ি খোলো, গ্লাস খোলো সজীব। আমি খুলে দিই সব। সুমনা এই এই হিম হিম শীতের সকালে ঘেমে যাচ্ছে শুধু। রসুনের গন্ধটা বাড়ছে। আরও আরও। সুমনা আকাশের দিকে স্প্রে ছুড়ে দেয়। নাক চেপে ধরে। সজীব আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, আমি নিঃশ্বাস পারছি না। গাড়িগুলো ঠায় বসে আছে। সুমনা ব্লেজার খুলে ফেলে। স্কার্ফটাও। আমার অসহায় লাগছে। আজ বিকেলেইওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার কথা ছিলো। সুমনা গাড়ির হর্ন চেপে বসে আছে। সুমনা থেমে নেই। কাঁদছে। এই হাইওয়েতে কোথায় নিয়ে যাবো সুমনাকে? চিৎকার করছে সে, আমিও। সুমনা গাড়ি দরজা খুলে ফেলে হঠাৎ। রাস্তায় নেমে পড়ে। সুমনা কোথায় যাও? সুমনা থামো। আমিও পিছু নিই। গাড়ি ফেলে দৌড়ে বেরিয়েযায় সে। আমিও! দিকশূন্য হয়ে ঘুরছে গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে । হর্ণ দিচ্ছে কেউ কেউ। একজন নেমে এসে ওকে থামাতে চেষ্টা করে। সুমনাকে হারিয়ে ফেলি। কোথাও দেখতে পাই না। তারপর হঠাৎ একটা গাড়ি এসে ধাক্কা দেয় আমাকে। অমার আর কিছু মনে নেই।অনেক ভোর। নাকি সন্ধ্যা? কদিন হলো মনে নেই। ঘরে ক্যালেন্ডার দেখছি না। ফোনটা বাজছে। হাঁটতে পারছি না। ধরার মতো শক্তিওনেই। বাড়ির ফোনে মেসেজ রাখছে কেউ। ওহ পুলিশ কোথাও খুঁজে পায়নি বাথরুমে যাচ্ছি। ব্যথা লাগে। ডান পায়ে সেলাই আছে। সুমনার কাপড়ের স্তপগুলো হাতড়ে দেখি। আমাদের আদরের আগে ও পরের জামাগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। লন্ড্রিরুমের চারি খুঁজছি। দেরাজে। কাপড়গুলো শুঁকে দেখি। বার বার। আদরের দাগ খুঁজতে তন্ন তন্ন করি সুমনার নাইটি, ব্রা, পায়জামা। কোথাও কী রসুনের গন্ধ লেগে আছে। সাদা সাদা ঘ্রান! গিলরয়ে ছিটকে পড়া সুমনাকে ডাকতে আমি রসুন ক্ষেতের আইল ধরে লন্ড্রিরুমের দিকেই যাচ্ছি এখন।

পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করবেন, জেনে নিন

পেঁয়াজ ছাড়া রান্না চিন্তাই করতে পারেন না অনেকে। তবে আপনি কি জানেন পেঁয়াজ ছাড়াও রান্না হবে সুস্বাদু। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে? সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজের দাম দেখে হতাশ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক কৌশলটি জেনে রাখা।আসুন জেনে নেই পেঁয়াজের বিকল্প কি হতে পারে।১। পেঁয়াজের বদলে বেল পেপার কিংবা ক্যাপসিকাম ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাপসিকাম খাবারের স্বাদ বাড়াবে।

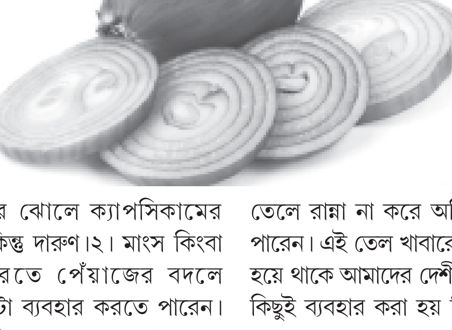

ভাজা, মাছ বা মাংসের ঝোলে ক্যাপসিকামের ঝাঁঝালো স্বাদ ও গন্ধ কিন্তু দারুণ।২। মাংস কিংবা মাছের ঝোল ঘন করতে পেঁয়াজের বদলে পরিমাণমতো পেঁপে বাটা ব্যবহার করতে পারেন। এতে মাছ-মাংসের আঁশটে গন্ধ দূর হবে ও ঝোলও ঘন হবে।৩। স্বাদের ব্যাপারে যদি বেশি চিন্তা হয় তবে জেনে রাখুন, রান্নায় টমেটো বাটার ব্যবহার খুব সহজেই যেকোন খাবারকে সুস্বাদু করে তুলবে। যেকোন ধরনের খাবার রান্নাতেই টমেটো মানিয়ে যায়। তাই টমেটো ব্যবহারে দ্বিতীয়বার ভাবার কোন প্রয়োজন নেই।৪। পেঁয়াজ ব্যবহার না করে রসুনের ব্যবহারের দিকে একটু জোর দিতে হবে। গরম তেলে রসুন ও শুকনা লঙ্কার ফেঁড়ন দারুণ সুবাস তৈরি করে। ডাল কিংবা বিভিন্ন ধরনের ভাজা এভাবেই তৈরি করা যাবে।৫। পেঁয়াজের বদলে স্প্রিং অনিয়ন কিংবা পেঁয়াজ কলি রান্নায় ব্যবহার করলে তরকারিতে পেঁয়াজের স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যাবে।৬। সয়াবিন তেলে রান্না না করে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। এই তেল খাবারে স্বাদ বাড়াবে।৭। বহু ধরনের হয়ে থাকে আমাদের দেশীয় মসলা, যার মাঝে খুব অল্প কিছুই ব্যবহার করা হয় নিত্যদিনের খাবার তৈরিতে। সেক্ষেত্রে নতুন মসলার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। নতুন শুকনো মসলার ব্যবহারখাবারে ভিন্ন গন্ধ ও স্বাদ যোগ করবে।৮। সাধারণত চায়নিজ খাবারেই বেল পেপার কিংবা ক্যাপসিকাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আদিম

জমাট অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে চলেন পয়তাল্লিশ বছরের শামসুদ্দিন। ভাপানো উষ্ণতা আর দীর্ঘপথ পেরনো ধকলে তিনি ঘেমে ওঠেন। কোঁচকানো পাঞ্জাবি আর ভেতরকার হাতাকাটা গেঞ্জি নোনা জলেতে জবুথুবু।

কাঙ্খিত অনেকটা পথ চলে এসেছেন। ঘাসের মখমল বিছানো মেঠোপথ এড়িয়ে ঘুরপথে তিনি যে জায়গাটিতে যেতে চাচ্ছেন সেটি এখান থেকে দেখা যায়। সাকুল্যে মিনিট পাঁচেক বা তারও কম হাঁটাপথ।

শামসুদ্দিন তবু এইখানে, ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা বয়সী আম গাছের শরীর স্পর্শ করে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েন। মাইল পেরনো মধ্যবয়সী লোকটির এই প্রথম খুব দুর্বল লাগছে। হা করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছেন। নিঃশ্বাসের শো শো শব্দ গাঢ় অন্ধকারের প্রাচীর ডিঙিয়ে আশপাশের আম কাঠাল নারকেল গাছসমেত নির্জন বাগানবাড়িতে ঘাই খেয়ে হারিয়ে যায় দূরে।

শামসুদ্দিন তবু এইখানে, ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা বয়সী আম গাছের শরীর স্পর্শ করে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েন। মাইল পেরনো মধ্যবয়সী লোকটির এই প্রথম খুব দুর্বল লাগছে। হা করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছেন। নিঃ শ্বাসের শো শো শব্দ গাঢ় অন্দকারের প্রাচীর ডিঙিয়ে আশপাশের আম কাঠালৈ নারকেল গাছসমেত নির্জন বাগানবাড়িতে ঘাই খেয়ে হারিয়ে যায় দূরে।

শামসুদ্দিন ধীরে বসেন পরনের লুঙ্গিতে মুখ মোছেন। আতংকগ্রস্ত মানুষের মতো একবার পিছনে তাকিয়ে খুব সতর্কতায় মাজায় হাত বোলান। জিনিসটা ঠিকমতো আছে তো! একদলা বাতাস মুখ দিয়ে বের করে আশ্বস্ত হন, জিনিসটা একেবারে লেপ্টে আছে পিঠের সঙ্গে। শামসুদ্দিনের নিশ্বাসের গতি ফের বেড়ে যায়। অস্থির হয়ে ওঠে শরীর মন সবকিছু। আবারও দাঁড়িয়ে নিজের পাতলা শরীর গাছের আড়ালে সাধ্যমত ঢেকে বড় বড় চোখে সামনে তাকান। মনোযোগের পুরোটা ঢেলে আন্দাজের চেষ্টা করেন হলুদ আলোর ঘরে কয়জন আছে। জায়গাটা খানিক দূরে হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তিনি আরও কিছুটা এগিয়ে যান। শুকনো ডাল পাতা পায়ের আঘাতে খসখস শব্দ তোলে। যে শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে ওঠে গাঢ় অন্ধকার।

ঘরটার কাছাকাছি আসতেই সতর্কতার মাত্রা আরও খানিক বাড়িয়ে দেন শামসুদ্দিন। বাগানের মধ্যস্থিত গাঢ় অন্ধকার এখানে কিছুটা পাতলা। শ্যাওলা জড়ানো ঘরটার মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। সে আলোয় চারপাশের অনেকটা আলোকিত। শামসুদ্দিনের নিজেকে আড়ালের চেষ্টা এবার বাধাগ্রস্ত হয়। লুকাবার উপযুক্ত স্থান খোঁজার ব্যস্ত শামসুদ্দিন সেকেন্ড সেকেন্ড অস্থিরতায় ভুগে একটা ঝোপ পেয়ে যান। উবু হয়ে ঝোপের আড়ালে বসে পড়েন।

প্রকাণ্ড শিমুলগাছের নিচে টিনের ছাউনি আর কাঠের দেয়ালের ছোট্ট ঘরের আশেপাশে কোনো ঘরবাড়ি নেই। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মনুষ্যবিশেষ প্রাণীর আনাগোনা এদিকটায় কম। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ এদিকটায় আসে না। শামসুদ্দিনও কোনো কারণ ছাড়া ক্রমশ গভীর হওয়া রাতে এদিকটায় আসেননি। পোকামাকড় আর মশার কামড় সহ্য করে শামসুদ্দিনের এখানে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার বড়সড় কারণ আছে।

ক্রমেই নিস্তেজ হতে থাকা ধোঁয়া ধোঁয়া আলোয় শামসুদ্দিন মাথা তুলে ক্লাবঘরের দরজায় দিকে তাকান। দেখার চেষ্টা করেন 'সে' এসেছে কিনা। হাসি ঠাট্টারত তিন চারজন ছেলেকে দেখাযায়, বয়স পঁচিশের কোটা পেরোয়নি। তাদেরই একজন, যার পরনে কালো শার্ট আর সাদা চেক লুঙ্গি, এক কপাট খোলা দরজার মুখে বসেছে আর কারণে - অকারণে অনবরত হাসছে, তাকে দেখে শামসুদ্দিনের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মাথাটা চক্কর খেলো। অপেক্ষমান চোখজোড়া তড়িৎ সরিয়ে নিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে পড়েন শামসুদ্দিন।

'অবিকল সেই হাসি। একদম হুবহু।' শামসুদ্দিনের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়ে জ্যামিতিক হারে। ফাল্গুনের শুরুতে খুব নরম শীত শীত একটা হাওয়া বইছে, তবু তিনি ঘামতে থাকেন আর শরীরময় তেল চিটচিটে ভাবটা ফিরে ফিরে আসতে থাকে। দমিয়ে রাখা প্রতিশোধের নেশাটা অবাধ্য ষাঁড়ের মতো তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হ্যাঁ, এমন ঘন অন্ধকারে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে শামসুদ্দিন এখানে এসেছেন প্রতিশোধ নিতে। কঠিন এক প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। বিচারের ভার নিজ হাতে তুলে নিতে যতোটা নিরুপায় আর নির্যাতিত হতে হয় শামসুদ্দিন তা হয়েছে। অবশ্য তাকে এখানে আসতেই হতো না, অপেক্ষা করতে হতো না মোক্ষম সময়ের, যদি না অমন ঘটনা দু'টো ঘটত! বিচার করনেওয়ালা মাতব্বরেরা যদি বিশেষ কারণে মৌনব্রত পালন না করতেন তাহলেও বোধহয় শামসুদ্দিনের প্রতিশোধ স্পৃহা এমনতর প্রকট হতো না।' বোধহয়' বলার কারণ, কাছিবাছা গ্রামের মানুষেরা জানে কতোটা নিরীহ আর নিস্পৃহ একটা জীবন শামসুদ্দিনের।

কেউই যেহেতু এতো বড় ঘটনার জন্য কিছুই করলো না, 'হচ্ছে হবে', 'ব্যস্ত ক্যান' বলে এড়িয়ে গেলো, শামসুদ্দিনকে তখন এখানে আসতেই হলো। ভেতরকার একগুচ্ছ তীব্র ঘৃণা তাকে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য করল।'

মনে ডুবন্ত লোক আর প্রতিশোধের উত্তেজনা পুষে অপেক্ষা করাটা দুরহ। তবু এ মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। যতোক্ষণ না ক্লাবঘরের আলো নিভে যায় আর অনবরত হাসতে থাকা ছেলেটি যার নাম ছাব্বির, সে একাকী বাগানবাড়ির পথ ধরে ফিরতে থাকে ততোক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

দীর্ঘসময় এক জায়গায় বসে থাকার ঝক্কি সামলাতে বিঘেতখানেক স্থান পরিবর্তন করে নড়েচড়ে বসেন শামসুদ্দিন। মাজায় গোজা জিনিসটা তাকে যন্ত্রণায় ফেলেছে। গুটিসুটি মেরে বসে থাকায় ঠোকাঠুকি খাচ্ছে শরীরে। বিরক্তি মেশানো অনুভূতিতে শামসুদ্দিন ধীরে জিনিসটা বের করে আনেন। ক্লাবঘরের হালকা আলোয় শামসুদ্ধিন জিনিসটার দিকে তাকান। অন্ধকার ভেদ করে ধারালো রূপালি অংশটা চিকচিক করে ওঠে অহংকার। আঙুলের স্পর্শ বোলান তিনি। চেহারায় ফুটে ওঠে তৃপ্তির ছাপ। 'যাক, আধঘন্টা বালি দিয়ে ঘষায় শেষ পর্যন্ত এক কোপে ধড় থেকে মাথা আলাদা করার মতো মোক্ষম একটা অস্ত্র তৈরি হয়েছে।'

ছাব্বিশেরর শরীর থেকে এক কোপে মাথা বিচ্ছিন্ন করার এমনতর ভয়ানক পরিকল্পনা শামসুদ্দিন করেএছন মাত্র ঘন্টা চারেক আগে। ঘরে ফিরে দেখলেন আমগাছের শক্ত ডালে সবুজ ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়েছে রূপবতী মেয়েটি। এমন দৃশ্য সইতে না পেরে ছোট্ট উঠোনে ঠায় বসে পড়েন শামসুদ্দিন। হাত খসে চারিদিকে ছড়িয়ে যায় কয়েকটা আলু, পটল আর কাকরোল।

পুরো জগৎ হঠাৎ অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেলো। হতভম্ভ কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। বিলাপ করলেনকিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কী হলো। রান্নাঘর থেকে বের করলেন বড় একটা দা। বালিতে দীর্ঘক্ষণ ধার দিলেন শান বাঁধানো ঘাটে। তারপর টলতে টলতে রওনা দিলেন ক্লাব ঘরের দিকে। প্রতিশোধের দুর্দমনীয় নেশায় একবারও তার মনে হয়নি, মেয়ের লাশ ডালথেকে নামানো দরকার, দাফনের ব্যবস্থা করা দরকার।

মূল ঘটনাটা আরও দিন কয়েক আগের। বউ মরেছে আরও কয়েক বছর আগে। মা আর বাবা, সংসারে এই দু'টি প্রাণী। এক গভীর রাতে দরজায় দ্রিম দ্রিম শব্দে ঘুম ভাঙলো তাদের। মনে হলো, কেউ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাঠের দরজার ভেতর থেকে লাগানো সিটকানি খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকল চার আগুন্তুক। হাতে লম্বা ছোরা সাদৃশ্য ধাতব অস্ত্র আর চোখের নিচ থেকে গামছা জাতীয় কাপড়ে মুখ বাঁধা। হারিকেনের আবছা আলোয় ঘটে যাওয়ার পরের গটনাগুলো এরকম—

ক. শামসুদ্দিনকে নাইলনের দড়িতে বেঁধে ফেলা হয়।

খ. টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলা হয় উনিশ বছরের রূপার শরীরের সব আবরণ। রূপা চিৎকার দিলেও কেউ একজন মুখ চেপে ধরায় তা গোঙানি মতো শোনায়।

গ. এরপর চার যুবক রূপার শরীর নিয়ে খেলতে থাকে আদিম খেলা/, বিরতিহীন।

ঙ. পৈচাশিক সেই আদিমতা থেকে অসহায় পিতারস্নেহময়ী চোখ লুকাতে প্রাণপণ চেষ্টারত শামসুদ্দিন কষ্টে ক্ষোভে পাথর হয় যেতে থাকেন। বেদনার ঢল নামে। চোখ বোজার আগে তিনি দেখলেন, ধস্তাধস্তিতে হঠাৎ মুখের গামছা খুলে যাকে চেনা গেল সে ছাব্বির। রহমত মোল্লার ছেলে ছাব্বির।

পরদিন আলো ফুটলে প্রতিবেশিরা শামসুদ্দিনের বাঁধন খোলে। জ্ঞানহীন রূপাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। থানা পুলিশের অভিজ্ঞতা নেই, শামসুদ্দিন ছোটেন চেয়ারম্যান মেম্বারের কাছে। বিচারের আশায়। অপরাধীর শাস্তির আশায়। সবাই উপযুক্ত বিচারের আশা দেয়। অপেক্ষা করতে বলে। মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে। ওদিকে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে, শামসুদ্দিনের সেয়ানা মাইয়েডারে চাইরজন মিলে রাইতভর ধর্ষণ করিছে।'

সপ্তাহ খানেক পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলে গ্রামের মানুষেরা পালা করে রূপাকে দেখতে আসে। কারওচোখে সহানুভূতি কারও চোখে আফসোস। কামনার না করুনার ঠিক বোঝা যায় না। এদিকে, শামসুদ্দিনের দৌড়াদৌড়ি আর জনমত তৈরির চেষ্টা দিন দশেকের মাথায় এসে নিস্তেজ আর অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা, থানায় মামলা করতে বহু চেষ্টা করা হলেও ওসি গড়িমসি করে। চেয়ারম্যান বৈষয়িক কাজে ঘটনার কয়েক দিনের মাথায় গঞ্জে চলে যায়। ফেরার নাম নেই। মেম্বরের মেয়ের বিয়ে। মহা ধুমধাম। অন্য কাজে সময় নেই।

এরই মধ্যে ছাব্বিরের বাবা এক বিকেলে শামসুদ্দিনকে বাজারের আড়ালে নিয়ে বলেছে, 'ও শামছু, ঝামেলায় যাইবা ক্যান, পোলাপান মানুষ একটু না হয় দুষ্টামি করিছে, তার চে' গোপনে কিছু টাকা দিবানে তা নিয়ে চুপ মাইরে যাও।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটে না শামসুদ্দিনের। কথা বলতে পারে না কোনো অগ্নিদৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে এক দলা থুথু ছিটিয়ে বাড়ি ফিরে যান তিনি। মেয়েরা সম্মানহানীর ঘটনায় কিছু করতে না পারার নিদারুণ আক্ষেপে দগ্ধ হতে হতে শামসুদ্দিন বাড়ি ফিরে দেখেন, রূপা গাছের ডালে সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো দুলছে। রাত বাড়ছে। তবু ক্লাব ঘরের বাতি নেভার লক্ষ্মণ নেই। কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ারমতো নানা দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরছে শামসুদ্দিনকে । এই উত্তেজনার অবসান হওয়া জরুরি। যতোক্ষণ না এক কোপে ছাব্বিরের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করতে পারছেন, ততোক্ষণ কোনো শান্তি নেই। স্থিরতা নেই শামসুদ্দিনের।

আরও কিছুটা অস্থির সময় গড়িয়ে বেরিয়ে যায়। অন্ধকারের নিজস্ব গতি তার পরিধি বাড়ায় আর শামসুদ্দিন একটা জানোয়ারকে হত্যার আশায় জ্বলজ্বলে চোখে অপেক্ষা করতে থাকেন।

শামসুদ্দিনের অপেক্ষায় প্রহর আরও দীর্ঘ হওয়ার আগেই ঘটনা একটা ঘটল।

হুট করে কোত্থেকে যেনো তিন ব্যাটারির টর্চের আলো এসে পড়ল শামসুদ্দিনের ঘাপটি মেরে বসে থাকা অন্ধকার জায়গাটায়। আলোর তোড়ে ভেসে যেতে লাগল সব। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় শামসুদ্দিন। অন্ধকার ফুটো করে সোলেমানী তরবারির মতো তীব্রগতিতে আলো ধেয়ে আসছে পেছন থেকে। ভ্যাবাচ্যাকো খাওয়া দৃষ্টিতে আলোর উৎসমূলে তাকালেন তিনি। এই পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এখন কী হবে, করণীয় কী— এমন নানা চিন্তা অথবা প্রশ্ন শামসুদ্দিনের বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু করল।

শামসুদ্দিন কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই আলোর উৎসে দাঁড়ানো অন্ধকার লোকটি চিৎকার শুরু করল, 'ওই, তোমরা কোহানে কিডা আছো, বাগানে চোর ঢুকিছে.... চোওওওওওওর'।

শামসুদ্দিন ভিমরি খান। কয়েক মুহূর্তের বিরতিতে সামনে তাকিয়ে দেখেন ক্লাবঘর থেকে লাঠি সোটা হাতে বেরিয়ে আসছে ছাব্বির ও অন্যান্যরা। ঘটনা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তা অনুমান করতে পারেন শামসুদ্দিন। মুহূর্তেই হাতের রাম দা ফেলে উঠে দাঁড়ান। ধর ধর আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। প্রতিশোধের নেশায় টগবগ করতে থাকা শামসুদ্দিন হঠাৎ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েন। কী করবেন সহসাই ঠাহর করতে পারেন না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন । এভাবে কাটে কয়েক সেকেন্ড। তারপর সব ভাবনা ফেলে দৌড় শুরু করেন। ক্রমেই সে গতি বাড়ে। লম্বা লম্বা পাফেলে তিনি দৌঁড়াচ্ছেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্চেন। শামসুদ্দিনের অপেক্ষমান চোখজোড়া ভিজে যাচ্ছে,তিনি কাঁদছেন। আদরেরমেয়েটার কথা মনে পড়ে বেদনায় তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। হাতের উল্টো পিঠে কান্নার উষ্ণ জল মুছতে মুছতে প্রাণপণ ছুটছেন শামসুদ্দিন। আর আদিম এক ক্ষুধার্ত প্রাণীর মতো পেছনে ছুটছে সমবেগ আওয়াজ, 'চোর... চোওওর...'।

২০২০ দীপাবলির মুক্তিতে পৃথ্বীরাজ, ছবির শুভ মহরতে পুজোয় সামিল অক্ষয়-মানসী

একের পর এক ছবির খবর নিয়ে প্রকাশ্যে আসছে অক্ষয় কুমার। বলিউডের এই মুহুর্তে অন্যতম ব্যস্ত অভিনেতা অক্ষয় কুমার। একের পর এক হিট ছবি দর্শকদের উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি। ব্লকবাস্টার ছবির তালিকায় নাম লেখাতে আরও এক ছবির খবর নিয়ে হাজির হলেন অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর আগামী ছবি গুড নিউজ-এর প্রথম লুক। সেই ছবি মুক্তি পাবে চলতি বছরের শেযে।এবার আগামী বছরের ছবির খবর নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির হলেন অক্ষয় কুমার। পৃথ্বীরাজ ছবি যে তিনি করছেন সেই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবার প্রকাশ্যে এল ছবির শুভ মহরতের ভিডিও। সেখানেই দেখা যায় অক্ষয় কুমার, মানসী চিল্লার সহ ছবির সদস্যদের অন্যান্য সদস্যরা মেতে উঠলেন পুজোয়। হোম-পুজোর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। ছবি শেয়ার করলেন মানসী চিল্লার।চন্দ্রপ্রকাশের পরিচালনায় তৈরি হতে চলেছে এই ছবি। যেখানে মুখ্যভুমিকায় দেখা যাবে মানসী চিল্লার ও অক্ষয় কুমারকে। ছবির প্লট যেহেতু বৃহত্তর তাই প্রস্তুতি শুরু হল এক বছর আগে থেকেই। শীঘ্রই শুরু হবে ছবির শ্যুটিং। যদিও সেই বিষয় এখনও স্পষ্ট করে কিছুই জানানি অভিনেতা।

কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শাবানা আজমি

কলকাতা: শুক্রবার ২৫তম কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবের সমাপ্তি। নজরুল মঞ্চে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন এবারের চেয়ারম্যাল রাজ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সাবানা আজমি। আছেন গৌতম ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক-সহ আরও অনেকে। নিজে আসতে না-পারলেও ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন।মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, "পঞ্চাশ বছর ধরে চলচ্চিত্র উতসব দেখছি। আগে আক্ষেপ হত কারণ এই উতসবে কোনও অ্যাওয়ার্ড ছিল না। এখন সরকারি উদ্যোগে উদ্যোগে রয়্যাল বেঙ্গল গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, এটা খুব আনান্দের। আমার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একজন সোমার বাঘিনী।"৮ নভেম্বর কলকাতা চলচ্চিত্র উতসব শুরু হবার পর থেকেই সিনেমাপ্রেমীদের পৌষমাস। উতসবের ২৫ বছর উপলক্ষে নন্দন চত্বর ঢেলে সাজানো হয়। এবারের থিম কান্ট্রি জার্মানি। এসেছেন দেশ-বিদেশের বহু পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনেতারা। উতসবের উদ্বোধন হয় নেতাজি ইনডোর সেডিয়ামে।শহরের বিভিন্ন সিনেমা হলে দেখানো হয় নানা দেশের ছবি। নন্দন, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চে উপচে পড়ে ভিড়। প্রতিদিন একতারা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিনে আড্ডা। আড্ডায় যোগ দিয়েছেন টলিউডের বহু কালাকুশলী।

শুক্রবার আইএনপিটির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। ছবি -নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে দুর্গত এলাকায় যেতে বাঁধা, দেখানো হল কালো পতাকা

গোসাবা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী রায়চৌধুরীকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বিধ্বস্ত এলাকায় যেতে বাঁধা দেওয়া হল। শুধু বাঁধা নয়, এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের তরফ থেকে দেখানো হল কালো পতাকা, দেওয়া হল গো ব্যাক শ্লোগানও। ঘটনার প্রতিবাদ করেন এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দয়াপুর জেটিঘাট ও বাজার এলাকা। বিশাল পুলিশ বাহিনীর দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে নিরাপত্তার অভাবে ও এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দুর্গত এলাকায় যেতে দেয়নি পুলিশ। এলাকায় এখনো যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী এসে পৌঁছন গদখালিতে। সেখান থেকে লঞ্চে চেপে রওনা দেন গোসাবা ব্লকের দয়াপুরের উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এলাকায় আসার খবর পেয়েই দয়াপুর জেটিঘাটে কালো পতাকা ও গো ব্যাক প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয়ে যান কয়েকশো তৃণমূল কর্মী। অন্যদিকে মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ঐ ঘাটে উপস্থিত হন বিজেপি কর্মীরা। তারা তৃণমূলের এই বিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতিবাদ করেন। তখনই একপ্রস্থ দুইপক্ষের মধ্যেই সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় দুপক্ষের অন্তত দশজন আহত হয়। বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশ দুপক্ষকে সাময়িক সামাল দিলেও তৃণমূল কর্মীরা কালো পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ে দয়াপুর জেটিঘাটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর লঞ্চ সেই ঘাটে ভিড়লে সেখানে মন্ত্রীকে নামতে বাঁধা দেন তৃণমূল কর্মীরা। দেওয়া হয় গো ব্যাক শ্লোগান। দেখানো হয় কালো পতাকা। বেশ কিছুক্ষণ লঞ্চে আটকে থাকার পর কার্যত জোর করেই দয়াপুরে নামতে যান দেবশ্রী দেবী। আর তখনই আবার ও বিজেপি কর্মীদের সাথে তৃণমূল কর্মীদের ধ্বস্তাধস্তি বেঁধে যায় পুলিশের সামনেই। বেশ কয়েকজন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী ধস্তাধস্তির ফলে জেটি থেকে পড়ে যান নদীতে। আহত হন বেশ কয়েকজন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তৃণমূল কালো পতাকা ও গো ব্যাক প্ল্যাকার্ড নিয়ে জেটি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেও কেন পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের সেখান থেকে সরানোর কোন ব্যবস্থা করে নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দয়াপুর জেটিতে নামার আগে লঞ্চ থেকেই অবশ্য মন্ত্রী বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আপনাদের সাহায্যের জন্য এসেছি। আপনাদের বিধ্বস্ত এলাকা ক্ষতিয়ে দেখে কেন্দ্র থেকে সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করবো"। কিন্তু মন্ত্রীর এই কথায় কান দেন নি বিক্ষোভকারীরা। উল্টে মন্ত্রীকে অশালীন কথা এমনকি পায়ের চপ্পল খুলে ও দেখানো হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থেকেও যখন এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়নি, তখন বিজেপি কর্মীরা বাধ্য হয়েই কার্যত বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মীদের ঠেলে জেটিতে নামেন। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য অনিমেষ মণ্ডল দাবী করেছেন, " কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন দুর্গতদের দেখতে নয়, এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। আর তাতেই এলাকার দুর্গত মানুষ ক্ষেপে যায়। বিজেপি কর্মীরা ও আমাদের নেতৃত্ব ও বেশ কয়েকজন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে"। এইসব গণ্ডগোলের কারনে এলাকা পরিদর্শন না করে শেষ পর্যন্ত ফিরে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ফিরে যাওয়ার সময় সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, " তৃণমূল এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করলো। কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে এলাকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করলো। আজ আমায় এলাকায় যেতে দেওয়া হল না। কয়েকমাস বাদেই এই বিক্ষোভকারীরা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন। এলাকার সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে নোংরা খেলায় মাতল তৃণমূল"।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আইআইএসএসএম-র সুরক্ষা ও উৎকৃষ্টতা পুরস্কার প্রদান

বেঙ্গালুরু, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : আইআইএসএম-র দু''দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে শেষ হল। দেশের সুরক্ষা উদ্যোগ কল্যাণ সাধনে জন্য কর্মরত সংস্থা সরকারি সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট (আইআইএসএসএম) শুক্রবার দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পর আইআইএসএসএম-র সুরক্ষা ও উৎকৃষ্টতা সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনের উন্নয়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আইআইএসএসএম-ব কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার হাতে এদিন মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রতিমা তুলে দেওয়া হয়। অ্যারে গ্রীনটেক লিমিটেড সিএমডি শিল্পা প্যাটেল স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই মূর্তি তুলে দেন। এছাড়া এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এল এন্ড টি, নবী মুম্বাইয়ের নির্মাণ সুরক্ষা, সাপুনজি-পালোনজি, বেঙ্গালুরু নির্মাণ সুরক্ষা, এক্সেল ডট কম, কনসেন্টিক্সের মহিলা সুরক্ষা, এক্সেল ডট কমকে আইটিইএস, ডিএলএফ এক্সপোরিয়াকে ক্ষুদ্র ও মল, সুন্দরম অটো কোম্পানেন্টস, হোসুর অটো কোম্পানেন্টস, নোকিয়া নেটওয়ার্ক সলিউসনকে টেলিকম, ডিএলএফ পাওয়ার এন্ড সার্ভিসেস কে রিয়েল এস্টেট, রিটন ডট কম পর্যটন এবং অতিথি উদ্যোগ, সুদর্শন ফেসিলিটিস সংগঠনকে ডিএলএফ সাইবার পার্ক-কে বর্ষব্যাপী সর্ব শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা প্রজেক্ট, এস্টিম সিকিউরিটি এজেন্সিকে বেস্ট মেনার গার্ডিং এজেন্সি(লঘু), মর্ডান বুরো সিকিউরিটিকে বেস্ট মেইনডেড গার্ডিং এজেন্সি (বৃহৎ), মর্ডান ইনফরমেটিককে সূচনা বিজ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক এজেন্সি, কমল রাণাতে সর্ব শ্রেষ্ঠ পেশা সুরক্ষা, মেজর ডিকে শর্মাকে সুরক্ষা এবং ঝুঁকি প্রবন্ধক, টি বিজয় কুমারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

দূষণ না কমলে, বাড়ানো হতে পারে জোড়-বিজোড় নীতি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতেউ শুক্রবার, চতুর্থ দিনও দিল্লির বাতাস 'দূষিতই'উ বায়দূষণ কমাতে দিল্লির রাস্তায় ফিরেছে জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতিউ গত ৪ নভেম্বর থেকে চালু হওয়া জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতি ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত চালু থাকার কথা, কিন্তু শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইঙ্গিত দিলেন, বায়ুদূষণ না কমলে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে জোড়-বিজোড় নীতিউ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন জানিয়েছেন, 'আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান উন্নত হতে পারেউ যদি বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি না হয়, তাহলে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে জোড়-বিজোড় নীতিউ'

দিল্লির বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, 'বায়ুদূষণ নিয়ে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্নউ প্রতিটি সংস্থার যৌথ সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছেউ' বিগত তিন দিনের মতো শুক্রবারও দিল্লি-এনসিআর-এর বাতাস ছিল দূষিতউ লোধি গার্ডেন, ২৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, এইমস চত্বর, রাষ্ট্রপতি ভবন সংলগ্ন এলাক সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিলউ মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে দিল্লি সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ এবং নয়ডায় বন্ধ রাখা হয় সমস্ত স্কুলউ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে আইটিও-তে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৮৯, যা ভয়ঙ্করউ উত্তর প্রদেশের বাঘপত-এ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৪।

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ার বিষয়ে মামলার শুনানিতে তড়িঘড়ি করতে নারাজ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের সরকার গড়ার বিষয়ে শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেসের মিলিতভাবে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে দাখিল করা আবেদনের শুনানিতে তড়িঘড়ি করতে নারাজ শীর্ষ আদালত। আদালত জানিয়েছে, এই মামলায় চটজলদি শুনানির কোন প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে মামলা আদালতের তালিকাভুক্ত হয়, সেভাবেই তালিকা অনুসারে এই মামলার শুনানি হবে। অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার নেতা সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির জন্য আবেদন জানান। আবেদনে জানানো হয়েছে, শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচন পরবর্তী জোট একটি অসাংবিধানিক। এই জোট থেকে যাতে মুখ্যমন্ত্রীর না হয়, সেজন্য তিনি শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান। আবার শিবসেনার পক্ষ থেকেও মহারাষ্ট্র রাজ্যপালের পক্ষ থেকে সঠিক সময় না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে আলাদা একটি আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার ফলে এই মামলার শুনানির নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ শিবসেনা। তাদের পক্ষ থেকে দায়ের করা আবেদনে কংগ্রেস এবং এনসিপিকেও মামলায় যোগ করেছে। শিবসেনা পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিধানসভায় বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার মত সময় রাজ্যপাল না দিয়েই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছিলেন। শিবসেনা আরও অভিযোগ করে আবেদন জানিয়েছে, রাজ্যপাল বিজেপির ইঙ্গিতে কাজ করেছে। বিজেপিকে ৪৮ ঘণ্টার সময় দেওয়া হলেও সেখানে শিবসেনাকে মাত্র ২৪ ঘন্টার সময় দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে মরিয়া শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস, শনিবার শরদ-সোনিয়া বৈঠক

নয়াদিল্লি/মুম্বই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করা নিয়ে শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেসের মধ্যে এখনও চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়নি। তিন দলই চাইছে, আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে সরকার গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে। এবার তিন দলের হেভিওয়েট নেতারা এই নিয়ে আলোচনা করবেন। তারপর তাঁদের সহমত হওয়ার উপরে নির্ভর করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ নভেম্বর সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করবেন শরদ পাওয়ার। তারপরই হতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই আলোচনার মধ্যে কংগ্রেস অনেক ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ করছে। আগামী পাঁচ বছরের সরকারে কি তাহলে এনসিপি ও শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রী আড়াই বছর ধরে ক্ষমতায় থাকবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের পাল্টা প্রশ্ন, "আমরা তো চাই আগামী পঁচিশ বছর শিবসেনারই মুখ্যমন্ত্রী হোক, আপনারা পাঁচ বছরের কথা কেন বলছেন?"'' অন্য দিকে এনসিপির নবাব মালিক জানান, "এই প্রশ্ন বারবার শুনতে হচ্ছে শিবসেনা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবে কিনা। এই মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ নিয়েই শিবসেনা ও বিজেপির বচসা হয়েছে। তাউ নিশ্চিত ভাবেই শিবসেনা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। শিবসেনাকে অপমান করা হয়েছে। তাদের স্বাভিমান বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব।"'' মহারাষ্ট্রের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে খুব খুশি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। দলীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং শিবসেনার বিচ্ছিন্নতার কারণে কংগ্রেস ও এনসিপি আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এটা সোনিয়া গান্ধীর কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। গত কুড়ি বছর ধরে কংগ্রেস ও এনসিপি বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও সময়ে সময়ে একে অপরকে সমর্থন জানিয়েছে তারা।

হাটশিঙিমারি সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা, গুলিতে হত এক গরু পাচারকারী

হাটশিঙিমারি (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক গরু পাচারকারীর। ঘটনা শুক্রবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সদর হাটশিঙিমারির কানাইমারায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে গরু পাচার করছিল চোরাকারবারির এক দল। সীমান্তে টহলদারি বিএসএফ-এর জওয়ানরা তাদের বাধা দিতে যান। কিন্তু গরু পাচারকারীরা উলটো সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করে বসে। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ-এর জওয়ানরা গুলি চালান। গুলিতে এক পাচারকারীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুদীপ চৌধুরী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানান, দক্ষিণ শালমারা থানার অধীনস্থ খারুয়াবান্ধা ফাঁড়ির অন্তর্গত আসামের আলগা-দ্বীপচর বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার কানাইমারা ভাবত-বাংলাদেশ সীমান্তে আজ ভোররাত প্রায় ২.৫০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ অফিসার চৌধুরী জানান, সে সময় আট-দশজনের এক দল কয়েকটি গরু নিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসে। দলটি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপর দিয়ে গরুগুলি পাচার করার কৌশল নিচ্ছিল। ঘটনা চোখে পড়ে সীমান্তে ২৪ ঘণ্টা টহলধারী সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের। তাঁরা গরু পাচারকারীদের রুখতে এগিয়ে যান। জওয়ানরা এগিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে লিপ্ত হয় পাচারকারীরা। তখন চোরাকারবারিদের কয়েকজন হাতে হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিএসএফ-এর জওয়ানদের ওপর হামলা চালাতে যায়।

অগত্যা তাদের ঘটনাস্থল থেকে তাড়াতে বিএসএফ শূন্যে তিন রাউন্ড গুলি চালায়। বিএসএফ গুলি চালালে গরু পাচারকারীরা আরও মারমুখি হয়ে ওঠে। তারা সম্মিলিতভাবে বিএসএফ-এর দিকে এগিয়ে এসে উদ্যত ধারালো অস্ত্রের কোপ বসাতে যায়। তখন বাধ্য হয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষার খাতিরে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী আক্রমণকারী গরু পাচারকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে এক পাচারকারী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছে।

পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুদীপ চৌধুরীর কাছে জানা গেছে, নিহত গরু পাচারকারী কানাইমার গ্রামের জনৈক গমেজ উদ্দিনের ছেলে আশ্রাফুল ইসলাম (৩১)। এই ঘটনার পরই বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়িকে অবগত করানো হয়। খবর পেয়ে তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের এক দল ঘটনাস্থল সীমান্তে গিয়ে আশ্রাফুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এদিকে বিএসএফ-এর তরফ থেকে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। অন্যদিকে নিহত গরু পাচারকারীর পরিবারের পক্ষ থেকে এই খবর লেখা পর্যন্ত বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে কোনও এজাহার জমা পড়েনি বলে জানান পুলিশ অফিসার সুদীপ চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, গত ৫ মে অনুরূপভাবে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার অন্তর্গত হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল আন্তর্জাতিক গরু পাচারকারীর দল। হামলায় আহত হয়েছিলেন বিএসএফ-এর হেড কনস্টেবল পি বালাচান্দ। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে অসমের বাইরে পাঠানো হয়েছে।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : দিল্লি হাইকোর্টে পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় আরও অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গেল পি চিদম্বরমের জামিনের আবেদনউ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরমউ জেল থেকে বার হলে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন, সেই যুক্তিতেই এদিন আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করার পরে গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকেই তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরমউ শুক্রবার পি চিদম্বরমের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, পি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে আনা

ছয়ের পাতায়

নাগা শান্তিচুক্তি : ইউএনসি ও স্টেকহোল্ডারদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল রবি

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্র-এনএসসিএন (আইএম)-এর সঙ্গে বহুচর্চিত নাগা শান্তিচুক্তি এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একান্ত আগ্রহে আজ শুক্রবার রাজধানী কোহিমায় প্রস্তাবিত নাগা শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলকে অবগত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি তথা নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল এবং নাগা শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতাকারী আরএন রবি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন মণিপুর-ভিত্তিক ইউনাইডেটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি), মণিপুরে বসবাসকারী নাগা জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন বিদ্বৎ সমাজ ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের বিশিষ্টজনেরা।

আজকের আলোচনাসভায় সংশ্লিষ্টদের নাগা শান্তি আলোচনার সর্বশেষ পরিস্থিতি তথা নাগা নেতৃবর্গের সঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করেছেন রাজ্যপাল রবি। তিনি সকল মহলকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ভৌগলিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন না করে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বসম্মতভাবে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবে। কারোর মনে বা কোনও জাতিকে অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য সরকারের নেই। এছাড়া পাহাড়ি ও সমতলের সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরম্পরাগত সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি নিয়ে এগোচ্ছে কেন্দ্র। যুক্তি দিয়ে রাজ্যপাল অংশীদারদের বুঝিয়েছেন, কাউকে আঘাত করে নাগা সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁর ভাষায়, আক্ষরিক অর্থে নাগা রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা যাবে না। স্টেকহোল্ডারকে না নিয়ে যথার্থ যুক্তিসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যাবে না।

আলোচনা পর্বের শেষপর্যায়ে ইউএনসি-র নেতৃবৃন্দকে সকল সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার বার্তা উপত্যকার জনগণের কাছে পৌঁছাতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল এবং শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতাকারী আরএন রবি।

প্রসঙ্গত, এনএসসিএন (ইশাক-মুইভা / আইএম)-এর সঙ্গে গত ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিঙের উপস্থিতিতে ভারত সরকারের এক 'প্রারম্ভিক চুক্তি' (ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেদিনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এনএসসিএন-এর তদানীন্তন চেয়ারম্যান ইশাক চিশি স্যু (২০১৬ সালের ২৮ জুন প্রয়াত) এবং সাধারণ সম্পাদক থুইঙ্গালেং মুইভা। স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টে নাগাল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও মূলত চুক্তিতে কী রয়েছে তা আজও সর্বসমক্ষে আনা হয়নি। এতে কী আছে, তাকে কেন্দ্র করে নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন মহলের পাশাপাশি পার্শবর্তী মণিপুর, অরুণাচাল প্রদেশ এবং অসমের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

এরই মধ্যে গত ৩১ অক্টোবর সকাল ১১-টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এনএসসিএন (আইএম) গোষ্ঠীর নাগাল্যান্ডে পৃথক পতাকা ও পৃথক সংবিধানের দাবিতে অনুমোদনের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, অসম এবং পশ্চিম মায়ানমারের সাগাইডিংকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রেটার নগালিম গঠন করা হয়েছে বলে এক খবর চাউর হলে জ্বলে উঠে মণিপুর। এদিকে এই খবর চাউর হলে সেদিনই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছিল, এনএসসিএন (আইএম)-এর সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বলে যে খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে তা নিছক 'উড়ো খবর এবং অশুদ্ধ। এ ধরনের খবর প্রকাশের ফলে দেশের কিছু অংশে উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। চূড়ান্ত চুক্তির আগে নাগা জনগোষ্ঠীয় সব সংগঠন ও বিদ্বৎ সমাজের পাশাপাশি অসম, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশ-সহ সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মতামত নেওয়া হবে।'

Pre-Matric Scholarship ও Post-Matric Scholarship

সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ত্রিপুরায় স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে পাঠরত সকল উপজাতি ছাত্র/ছাত্রীদের ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো জাইতেছে যে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য **Pre-Matric Scholarship** ও **Post-Matric Scholarship** পাওয়ার জন্য উপজাতি ছাত্র/ছাত্রী **National Scholarship Portal** এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে **(www.scholarships.gov.in)** আহ্বান করা হচ্ছে।

1	ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদন করার সময়সীমাঠ-	আগামী ১৪ই নভেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ থেকে ১০শে জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত
2	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Insititution Level Nodal Oddicer) দ্বারা ছাত্র/ছাত্রীদের Online আবেদনপত্র ভেরিফিকেশন ঃ-	আগামী ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ থেকে ৩১শে জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত। উক্ত তারিখের মধ্যে Online আবেদনপত্র ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে।
3	সংশ্লিষ্ট জেলা কল্যাণ আধিকারিক (District Level Nodal Officer, DWO) দ্বারা আবেদনপত্র ভেরিফিকেশনঃ-	আগামী ১৪ই নভেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং তাড্খি পর্যন্ত। উক্ত তারিখের মধ্যে Online আবেদনপত্র ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে।

নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য **Fresh** হিসাবে আবেদন করবেন, যারা উক্ত স্কীমে ২০১৮-১৯ সনে কোন স্টাইপেন্ডের জন্য আবেদন করে নাই। সকল স্তরের ছাত্র/ছাত্রীরা **Online** আবেদন করা সময় **Online** এ নিম্নলিখিত কাগজ পত্রগুলি অবশ্যই **upload** করতে হবে এবং আবেদনপত্রের পুরণ করা প্রিন্ট কপি ও কাগজ পত্র সহ নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১) তপশিলী উপজাতি শংসাপত্রের প্রতিলিপি। ২) গতবছরের মার্কশিট। ৩) পাসপোর্ট সইজ ছবি। ৪) পারিবারিক বাৎসরিক আয়ের শংসাপত্র (**Original**)/ পিতা অথবা মাতা চাকুরীরত হইলে **Current Salary certificate (DDO)**।

যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে **Pre-Matric Scholarship** ও **Post-Matric Scholarship** পেয়েছেন ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে তারা **Renewal** হিসাবে আবেদন করতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে নতুন ভাবে কোন কাগজপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন নেই।

বহিঃরাজ্যে পাঠবত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে **Online** আবেদনপত্রের পুরণ করা প্রিন্ট কপি উপরোক্ত কাগজ সহ নিজ নিজ মহকুমা কল্যাণ আধিকারিকের কাছে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তি সমস্ত বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের গোচরে নেবেন।

বিঃদ্রঃ বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিজ নিজ মহকুমা কল্যাণ আধিকারিকের কাছে যোগাযোগ করা যাইতে পারে। এই মর্মে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকে যে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের **Bank Account Number** সঠিকভাবে দিতে হবে এবং নির্দারিত সময়ের মধ্যে **Online** আবেদন না করিলে কিংবা আবেদনপত্র **Online** এ ভেরিফিকেশন না করার কারণে পরবর্তী সময়ে **Scholarship** না পাইলু ফজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

সকলের অঙ্গীকার- করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

স্বাক্ষর
অস্পষ্ট
অধিকর্তা
উপজাতি কল্যাম দপ্তর

ICA/D/1263/19-20

কৃষ্ণনগরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। ছবি-নিজস্ব।

ফের দাম বাড়ল পেট্রোলের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) ফের দাম বাড়াল পেট্রোলের। এই নিয়ে পরপর দু'দিন দাম বাড়ল পেট্রোলের। তবে ডিজেলের দাম বাড়েনি।শুক্রবার দিল্লি, মুম্বই ও কলকাতায় ওএমসি পেট্রোলের দাম ১৮ পয়সা বাড়িয়েছে। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১৯ পয়সা বেড়েছে। গত দুদিনে দিল্লিতে পেট্রল প্রতি লিটারে ৩৩ পয়সা বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রলের দাম যথাক্রমে ৭৩.৬৩ টাকা, ৭৯.৩০ টাকা, ৭৬.৩৩ টাকা এবং ৭৬.৫৩ টাকা প্রতি লিটারে। দেশের চারটি মহানগরে ডিজেল যথাক্রমে ৬৫.৭৯ টাকা, ৬৯.০১ টাকা, ৬৮.২০ টাকা এবং ৬৯.৫৪ টাকায় প্রতি লিটারে বিক্রি হচ্ছে।

১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন, ১৭ নভেম্বর সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): মাত্র চার সপ্তাহের সংসদের শীতকালীন অধিবেশনঊ এবার বড়দিনের আগেই শেষ হয়ে যাবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনঊ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে আগামী ১৮ নভেম্বরঊ শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বরঊ সবমিলিয়ে মাত্র ২৫ দিনের জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসবেঊ কাজের দিন ২০ঊ আগামী ১৮ নভেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, ১৭ নভেম্বর (রবিবার) সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাঊ সর্বদলীয় বৈঠকে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

সাইবার ক্রাইম'র

● প্রথম পাতার পর

১২ নভেম্বর কদমতলাস্থিত এসবিআই'র এটিএম কাউন্টারে গিয়েছিলেন টাকা তোলার জন্য। তারা পুলিশকে এই বিষয়ে স্পষ্টিকরণ করেছেন যে, সাইবার ক্রিমিনালরা কলকাতা থেকে কাজটি করেছে। তাও আবার কোন ধরনের ওটিপি ছাড়াই। এদিকে, আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রতিটি এফআইআর গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা তদন্ত করে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনুরূপভাবে হাইকোর্টের এক বিচারপতির ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকেও ১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল সাইবার ক্রিমিনালরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাঁঠ বাঁচাতে মাঠেই প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

হুগলি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : প্রোমোটারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে খেলার মাঠ,এই দাবি নিয়ে এলাকা বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত।বাঁচাতে হবে সবুজ কে, আর সেই কারনেই মাঠ বাঁচাতে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই পথে নামল এলাকার নবীন থেকে প্রবীণ।বাদ যাইনি বাড়ির মহিলারাও।হুগলির কোন্নগর পৌরসভার হাতির কুল এলাকার এক নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।ঘটনাস্থলে দেখা যায় মহিলা থেকে শিশু

বাড়ির গৃহকর্তা থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান ভাবে ছাতা মাথায় প্রতিবাদ করতে নেমেছে এলাকার কাউন্সিলর মোনালিসা নাগ।অসাধু প্রোমোটার চক্রকে সাহায্য করতে পারে পুলিশ এই কথা শুনে এলাকার সমস্ত বাসিন্দারা সকাল থেকে খেলার মাঠে এসে হাজির হন এমনকি বাড়ির ছেলেদের বৃষ্টির মধ্যেই খেলতে নামিয়ে দেওয়া হয় মাঠে।

এলাকার বাসিন্দা দের অভিযোগ গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে এই মাঠ এলাকার খেলার মাঠ হিসেবে পরিচিত এমন কি এলাকার বাইরে বহু স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা হয় এখানে।তবে যে ব্যক্তি এই মাঠ নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করেছেন তা সম্পুর্ন মিথ্যা কথা বলে দাবি ওই মাঠ বাঁচাও সংঘঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিধান ভট্টাচার্যর।

অন্য দিকে এই মাঠ অধিগ্রহণ করতে বেশ কয়েকদিন আগে স্থানীয় সমাজবিরোধী দের নিয়ে গেলে এলাকার বাসিন্দাদের বাঁধা পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।স্থানীয় ক্রীড়া প্রেমী জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন খেলার মাঠ দখল করা খুব অন্যায়,এলাকায় একটাও মাঠ নেই এই মাঠ টাও যদি অসাধু প্রমোটার রা নিয়ে নেই তাহলে ছেলে মেয়েরা কোথায় খেলতে যাবে চাঁদে।আমরা এই মাঠ দখলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছি আর করবো

এডিসির

● প্রথম পাতার পর

চিঠি পাঠিয়ে একাধিক প্রশ্নের ভিত্তিতে মতামত জানতে চেয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ১৫টি প্রশ্নের ভিত্তিতে মতামত জানাতে বলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানতে চেয়েছে, ষষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক এডিসি সত্যিই কি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার তুলনায় কম শক্তিশালী। যদি তাই হয়ে থাকে, এডিসিকে কিভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শক্তিশালী করা সম্ভব তা জানানো হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এডিসিকে বরাদ্দ অর্থের ধরনে কোথায় তফাৎ রয়েছে তা জানতে চেয়েছে। কেন্দ্র আরো জানতে চেয়েছে, এডিসিতে আসন বৃদ্ধির কি পদ্ধতি রয়েছে। যদি আসন বৃদ্ধি করা হয় তাহলে উৎসের যোগার কিভাবে হবে তাও জানাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এডিসিতে সংবিধান সংশোধনের ফলে দল বিরোধী আইনের ব্যবহার কিভাবে করা হবে তা জানতে চেয়েছে। এদিকে, জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্ববিস্তারে জানতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান পদ্ধতিতে কোথায় ফারাক রয়েছে তাও জানাতে বলা হয়েছে।

এমনই মোট ১৫টি প্রশ্নের ভিত্তিতে মতামত রাজ্য সরকার দিলেই তবেই সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে পর্যালোচনা করে সংসদে ওই বিলটি আনবে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে, ৬ জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নের জন্য চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা জনজাতি কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মতামত পেশ করেছেন। ওই মতামত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার জন্য তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিশোরী

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে।

পুলিশ সুপারের তথ্য অনুসারে কাঞ্চনপুর থানার এস আই তথা অপহরণকান্ডের তদন্তকারী অফিসার এন টি হালাম বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে কদমতলা থানায় ছুটে আসেন। কদমতলা থানা থেকে হাবিলদার জিএম উদ্দিন এবং কনস্টেবল প্রশান্ত মল্লিককে সাথে নিয়ে ত্রিপুরা অসম সীমান্তে অভিযান চালিয়ে অপহরণ কাণ্ডের জড়িত এক যুবককে আটক করেন। ধৃত যুবকের নাম দীপন নমঃ (২৬) পিতা অন্নদা নমঃ। কাঞ্চনপুর থানাধীন গোপালপুরের বাসিন্দা। তারপর ধৃত যুবককে কাঞ্চনপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে অপহরণ কান্ডের তদন্তকারী অফিসার এন টি হালাম জানান, উনারা একটি অপহরণ কান্ডের অভিযোগ মূলেই দীপন নমঃ নামের এক যুবককে কদমতলা থানা এলাকা থেকে আটক করেছেন। তবে ধৃত যুবক অপহরণ কান্ডে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালেই অপহরণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ও নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে একটা সুবিধা হবে। তবে তদন্তকারী অফিসার আশাবাদী খুব শীঘ্রই অপহরণকান্ডের মূল মাস্টারমাইন্ডকে জালে তুলতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি নাবালিকা মেয়েটিকেও উদ্ধার করবেন।

অপরদিকে দীর্ঘদিন থেকে একটি চক্র বিবাহিত মহিলা, উপযুক্ত মেয়ে ও নাবালিকা মেয়েদেরকে বলপূর্বক, বিভিন্ন প্রলোভন ও ভালোবাসার নাটক করে বহি রাজ্যে পাচার করে আসছে। তবে অনেক বার এরকম ঘটনা নজরে আসতে পুলিশের তৎপরতায় অপহরণ হওয়া নাবালিকা বিবাহিত মহিলা উদ্ধার হয়েছেন,অপহরণকারীও গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু মূল একটি চক্র আজও আড়াল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তবে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী যেদিন থেকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সেই দিন থেকে এসকল নানান অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে শুরু করে নারীঘটিত অপরাধ অনেকটাই কমেছে। নেশা বিরোধী অভিযান থেকে শুরু করে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ ও নারীঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে উনি দিনরাত একাকার করে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। সাফল্যও কুড়িয়ে নিচ্ছেন উনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।আজও উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে অপহরণ কান্ডের সাথে জড়িত এক যুবককে গ্রেপ্তার করাতে কাঞ্চনপুর এলাকাজুড়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে।

খারিজ

● প্রথম পাতার পর

বিছানা ও পর্যাপ্ত পানীয় জল ও খাবারের সুবিধা বন্দোবস্ত করতে হবে। পাশাপাশি, তাঁকে যেখানে রাখা হবে তার কাছাকাছি স্থানে শৌচালয় থাকতে হবে। যাতে তাঁকে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বেশি হাঁটতে না হয়। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ রিমান্ড ও জেল হাজতে থাকাকালীন বাদল চৌধুরীকে প্রতিদিন চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়া তাঁকে সুস্থ রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্যও আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে পুলিশ। ফলে, বাদল চৌধুরীকে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। তাঁকে, নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় দ্বিতলে একটি আলাদা ঘরে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। চার দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে আজ বাদল চৌধুরীকে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। আদালতে তাঁর আরও সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেনি। আদালত বাদল চৌধুরীকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। এ-বিষয়ে সরকারি কৌশলী বলেন, আদালত বাদল চৌধুরীকে জেল হেফাজতে পাঠালেও প্রতিদিন জেলে গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছে। তিনি জানান, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে বাদল চৌধুরী সহযোগিতা করছেন না। তাই, পুলিশ আদালতে তাঁর রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল।

সরকারি আইনজীবী এদিন আরো জানান, পূর্ত ঘোটালায় অন্যতম অভিযুক্ত সুনীল ভৌমিক এবং যশপাল সিংহের আগাম জামিনের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তিনি জানান, এই মুহূর্তে পুলিশের একটি দল দিল্লিতে অবস্থান করছেন। যশপাল সিংকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

তুলে ব্যাংকের সামনে আসার পর দুজন দুষ্কৃতী তাকে ডাক দিয়ে তাদের কাছে নিয়ে যায়। তারপর কাঠের রুল দিয়ে মইনুল হকের মাথায় আঘাত করলে মাথাতে থাকা বাইকের হেলমেট ফেটে মাথাতে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর সেই সুযোগে দুই দুষ্কৃতী মিলে এলোপাথাড়ি মারধর করে ব্যাংক থেকে তুলা ১৩ হাজার টাকা নিয়ে যায়। গুরুতরভাবে আহত মইনুল হক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে তারপর চুড়াইবাড়ি থানায় দুই দুষ্কৃতীর নামে মামলা করা হয়।

অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতিকারীদের নাম ইকবাল বাহার চৌধুরী (২৭) পিতা আবুল হোসেন চৌধুরী ও ছুলেমান চৌধুরী পিতা অজ্ঞাত।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে তবে পূর্বের কোন শত্রুতার জেরে হয়তো এই কাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। পাশাপাশি মইনুল হক যখন ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ব্যাংকের সামনে বের হয়েছিল আর তার উপর আক্রমণ হয়েছিল তখন স্টেট ব্যাংকের কিছু কর্মচারী সেটি প্রত্যক্ষ করেছেন বলেও জানা গেছে। কিন্তু পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের সামনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। বরং চুরাইবারি স্টেট ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। তবে ব্যাংকের সামনে থেকে এভাবে দিন দুপুরে মারধোর করে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ন্যায় বিচার চেয়ে পুলিশ প্রশাসনের দারস্থ গুরুতরভাবে আহত মইনুল হক নামের যুবক। এখন দেখার বিষয় চুরাইবারি থানার পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করে?

শপথ

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চম প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি আগামীকাল দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

আজ দুপুরে জাস্টিস অকিল কুরেশি আগরতলায় এসে পৌছান। আগরতলায় এসেই তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্ট পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের সাথে পরিচিত হন। পাশাপাশি তিনি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সহ অন্যান্য জুডিশিয়াল আধিকারিকদের সাথে দেখা করেন। ওই সময় ত্রিপুরা হাইকোর্টে অনেক বরিষ্ঠ আইনজীবীরা তাঁর সাথে দেখা করেন ও সৌজন্য বিনিময় করেন।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট সূত্রে জানা গেছে, জাস্টিস কুরেশির সাথে তাঁর পরিবারের সদস্য সহ বহু আত্মীয়-স্বজন মিলিয়ে মোট ৩৬ জন অতিথি ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁদের মধ্যে গুজরাট ও বোম্বে হাইকোর্টের ৮ জন বিচারপতি রয়েছেন। তাঁরা সকলেই আগামীকাল জাস্টিস কুরেশির ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার মুহূর্তের স্বাক্ষী হয়ে থাকবেন। ওই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিরোধী দলের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক এবং বিএসএফ, সিআরপিএফ, অসম রাইফেলস-র পদাধিকারীরাও আমন্ত্রিত ওই অনুষ্ঠানে। সাথে ত্রিপুরার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

নাইজেরিয়ার

● প্রথম পাতার পর

সাড়ে সাতটা নাগাদ ধৃতরা আগরতলা থেকে নৈশ বাসে চেঁপে গুয়াহাটিতে পাড়ি দেবার পথে চোরাইবাড়ি পুলিশের রুটিন চেকিংয়ের সময়ে ধরা পড়ে।এ মর্মে বাজারিছড়া থানার এস আই মানবজ্যোতি মালাকার জানান, ধৃতরা ইতিপূর্বে ধরা পড়া এক যুবতি সহ তিন নাইজেরিয়ান যুবকদের ন্যায় নিজেদেরকে ফুটবলার বলে বাংলাদেশে খেলতে এসে পথ ভুলে ভারতে প্রবেশ করেছে বলে জাহিরের চেষ্টা করছে।তাদের হাতে পাসপোর্ট সহ বাংলাদেশী ভিসা ও সে দেশের প্রমাণপত্র থাকলেও ওদের হাতে ভারতীয় কোনও বৈধ ভিসা পাওয়া যায়নি।এতে সহজেই অনুমেও যে ওরা কুমতলবে বাংলাদেশী দালালদের হাত ধরে অন্যায় উপায়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।এস আই আরও জানান যে, ধৃতরা ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলতে না পারায় তাদের সম্পর্কে বিস্তর জানতে সমস্যা হচ্ছে।তাদের বাড়ি নাইজেরিয়া শহরের পোষ্ট অফিস রোড ইডো ষ্টেটে বলে ধৃতরা জানিয়েছে।তাদের মধ্যে রয়েছে অনিযাইবি,এজানিয়া ওয়ারা ও এ্যাসিমি।ধৃতদের প্রত্যেকের বয়য পচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। তোর কাছ থেকে ভারতীয় ৫ হাজার টাকা সহ ৫ টি মোবাইল উদ্ধার করেছে অসম পুলিশ।কিন্তু তারা সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়া অন্যান্য নাইজেরিয়ানদের সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে পুলিশের প্রাথমিক জেরায় স্বিকার করেছে।উল্লেখ্য যে গত ৩ নভেম্বর তারিখে অনুরুপ ভাবে অসম চোরাইবাড়ি পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল এক যুবতি সহ তিন নাইজেরিয়ান।এর আগের দিন আগরতলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আরও চার নাইজেরিয়ান যুবক।পরে তাদেরকে কোর্টে তুলে রিমান্ডে নেওয়ার পর ট্রান্সলেটরের সাহায্যে জেরা করে জানা যায় যে তারা বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যবসার জন্য।শনিবার ধৃত ৩ নাইজেরিয়ান করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে।মোট তিন দফায় অসম সহ ত্রিপুরায় দশ জন নাইজেরিয়ান নাগরিক ধরা পড়ায় সীমান্ত সুরক্ষার দিক নিয়ে এলাকার সচেতন মহলে স্বাভাবিক ভাবে নানা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনগরে

● প্রথম পাতার পর

ছায়া নেমে এসেছে।

অন্যদিকে সূর্যমণিগরের সূত্রধর পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ মজুমদারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মুখ অ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই ব্যাপারে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যে বেকারত্বের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গ্রামীণ কৃষকদের জন্য কিষান সম্মান নিধির মাধ্যমে ২ লক্ষ ১০ হাজার পরিবারকে ১১০ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। টাকা সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিয়েছে। কৃষকরা ১৭ টাকা ৫০ পয়সা মূল্যে ধান বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন। রাজ্যে বিনিয়োগ বেড়েছে ১৭ শতাংশ। ফলে সিডি রেসিও বেড়েছে। বিরোধীদের কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিরোধীরা এসব সহ্য করতে না পেরে ষড়যন্ত্র করেছে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্য মূর্তি, শ্রম দপ্তরের কমিশনার তাপস রায়, কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা, প্ল্যানিং এণ্ড কো-অর্ডিনেশন দপ্তরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় আলোচনায় অংশ নেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রাজ্যে শ্রমিকদের কল্যাণে যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে তা শ্রমিকদের কাছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পৌঁছে দিতে শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রূপায়ণ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মিশন মুডে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে দ্রুত প্রকল্প রূপায়ণে বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প কর্মসূচি রয়েছে সেইগুলি সম্পর্কে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে অবহিত করা প্রয়োজন। শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের শ্রমিক সংগঠনগুলির বিভিন্ন সমস্যাবলী শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সাথে নিয়মিত ব্যবধানে বৈঠক করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এর ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রম দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যে অনলাইন পদ্ধতি চালু হয়েছে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ক্ষেত্র পর্যায়ের আধিকারিকদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রম দপ্তরকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাক্টরীজ এবং বয়লার্স অর্গানাইজেশনের পর্যালোচনা করে ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলির তদারকি করার ক্ষেত্রে যে সংশোধন বা পরিবর্তন আনা হয়েছে সেইগুলির বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিবকে নির্দেশ দেন। ছোট ছোট কারখানা রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যে সরলীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধির উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় ফ্যাক্টরিজ এবং বয়লার্স অর্গানাইজেশনের সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সভায় উপস্থাপন করেন ফ্যাক্টরীজ এবং বয়লার্স অর্গানাইজেশনের আধিকারিক।

দাবি শরদ পাওয়ারের

আটের পাতার পর

তৈরি হতেই এত সময় লাগছে, তার স্থায়ীত্ব কতদিন হবে এই নিয়ে যাতে প্রশ্ন না-ওঠে, তাই আগেভাগেই সতর্ক শরদ পাওয়ার। শুক্রবার তিনি জানালেন, শিব সেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস দৃঢ় একটি সরকার গঠন করতে চায়, যা উন্নয়ন-কেন্দ্রিক। পাওয়ার জানান, আগামী ২০ দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে সরকার তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী হবেন শিব সেনার প্রতিনিধি। তিনি বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই সরকার গঠিত হবে এবং পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবে। পাঁচ বছর যাতে সরকার চলে তার সব প্রচেষ্টা আমরা করব।" সরকার গঠনের জন্য বিজেপিও এনসিপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে পাওয়ার বলেন, তাঁর দল শুধুমাত্র সেনা ও কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। অন্য কোনও দলের সঙ্গে কথা হয়নি। তিন দল আপাতত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসুচি তৈরিতে ব্যস্ত বলে জানান তিনি।

শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। তাহলে কি বিরোধীদলীয় নেতা গাড়িতে চড়া বা বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে কি বিমানে চড়া বন্ধ করে দেবেন?শেখ হাসিনা বলেন,দুর্ঘটনা নিছকই দুর্ঘটনা, কাজেই এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মানুষের পে যতটুকু করা সম্ভব সেটুকু করতে পারটাই বড় কথা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার মেট্রো রেল তৈরী করছে। কবে কোথায় মেট্রো রেলে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এটাও তৈরী বন্ধ করে দিতে হবে? তাহলে আমাদের যানজট দূর হবে কিভাবে? স্বল্প সময়ে মানুষ দূর দূরান্তে যাত্রা করবে কিভাবে?শেখ হাসিনা দৃঢ়ন্ট্রে বলেন,সময়ের গতির সাথে তাল-মিলিয়ে চলতে গেলে আধুনিক প্রযুক্তি আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকেও আমাদের বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।দেশের রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশে এ ধরনের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।আর এটি নির্মাণের সময়ই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্জ্যটা রাশিয়া নিয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমাদের চুক্তিও হয়েছে এবং এই পাওয়ার প্লান্টকে ঘিরে তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের রাশিয়া এবং ভারতে প্রশিণ দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দণি বঙ্গে আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য সরকার জায়গা খুঁজছে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনভাবেই সুন্দরবনের পরিবেশ এবং জীব-বৈচিত্রের কোন তি করবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্লান্ট। এর ছাইও সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহার হবে এবং সেটা কেনার জন্যও হিড়িক পড়েছে, টেন্ডারও দেয়া হয়েছে।তিনি বলেন, এর চিমনি অনেক উপরে রাখায় প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে থাকা সুন্দরবনের দিকে কোনভাবেই এর ধোঁয়া যাবে না এবং প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৫ লাখ বৃ রোপণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বুয়েটের ছাত্র আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবরার নিহত হওয়ার পর পরই ছাত্রদের আন্দোলন শুরুর আগে আইজিপিকে ডেকে ঘটনাস্থলের ফুটেজ সংগ্রহ করে জড়িত সকলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেও পুলিশের ফুটেজ আনায় বাধাদানকারীদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিতিশীল পরিবেশ প্রসংগে বলেন,এখানে আমি দলমত কোন কিছু দেখবো না। এটা আমার নীতির ব্যাপার। অপরাধী যেই হোক শাস্তি তাকে পেতে হবে। কারণ এই সমাজকে তো দুষ্ট চক্রের হাত থেকে রা করতে হবে।তিনি বলেন,ব্যক্তি স্বার্থ কখনো বাংলাদেশের কারো কারো জন্য বড় হয়ে যায় এবং যেটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জামিনের আর্জি খারিজ

পাচের পাতার পর

অভিযোগ গুরুতর এবং তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেনঊ জামিন নিঃসন্দেহে অধিকার, কিন্তু এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর হলে তা জনস্বার্থের পরিপন্থী হবে।

প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরম। গত বুধবার পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের সময়সীমা আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

াঙ্গন

ময়াঙ্কের দ্বিশতরানের সুবাদে প্রথম টেস্টে চালকের আসনে ভারত

ইন্দোরের হোলকার ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে চালকের আসনে ভারত। ১ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। শুরুতেই চেতেশ্বর পূজারা ও বিরাট কোহলি কে ফিরিয়ে ভারতীয় শিবিরে আঘাত হানে বাংলাদেশ। চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কা রাহানে ও রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশত রান এবং সর্বোপরি মায়াঙ্ক আগরওয়ালের দ্বিশতরানের সুবাদে দিনের শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৪৯৩ রান। এই মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশের থেকে ৩৪৩ রানে এগিয়ে।এখন পর্যন্ত আটটি টেস্ট ম্যাচ খেলা মায়াঙ্ক আগরওয়াল তিনটি শতরান করে ফেলেছেন যার মধ্যে দুটি দ্বিশতরানের ইনিংস রয়েছে। আজ সেওয়াগ স্টাইলে ছক্কা হাঁকিয়ে দ্বিশতরান পূর্ণ করেন মায়ঙ্ক আগরওয়াল। শেষ পর্যন্ত ৩৩০টি বল খেলে ২৮ টি চার ও ৮ টি ছয়ের সাহায্য ২৪৩ রান করেন তিনি। ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলির ইচ্ছা ছিল ত্রিশতরান পূর্ণ করবেন তিনি কিন্তু ছয় মারতে গিয়ে মেহেদী হাসানের বলে মিড উইকেটে আবু জায়েদ এর হাতে ক্যাচ থামিয়ে ২৪৩ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি।দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬০ রান করে ক্রিজে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা এবং তার সঙ্গী উমেশ যাদব। উমেশ এদিন ১০ বলে তিনটি ছয় ও একটি চারের সাহায্যে ২৪ রানের একটি মারকাটারি ইনিংস খেলেন। বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে আবু জায়েদ চারটি, ইবাদত হোসেন ও মেহেদী হাসান একটি করে উইকেট নিয়েছেন। আগামীকাল হয়তো ভারত ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠাবে।ভারত বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ শুরু আগে একটা বিষয় দেখা গিয়েছিল। ইন্দোর বা ইডেন, দর্শকরা টিকিট কাটার সময় প্রথম তিনটি দিনের টিকিটের খোঁজ করে গেছেন। তাঁদের একটাই যুক্তি ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ভারতের সামনে চার দিন দাঁড়াতে না পারে তাহলে বাংলাদেশও পারবে না। তার ওপর শাকিব তামিমরা নেই। দর্শকরা খুব একটা ভুল কাজ করেননি সেটা দ্বিতীয় দিনের শেষেই পরিস্কার। প্রথম দিন চার ঘন্টার মধ্যে টাইগারদের প্রথম গুটিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে রানের পাহাড়ে ভারত। শুক্রবারের খেলা শেষে ভারতের রান ৪৯৩/৬। লিড ৩৪৩ রানের।স্কোর বোর্ড দেখে তাই

অনেকেই বলছেন ভারত বাংলাদেশের ধরা ছোঁইরে বাইরে চলে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের কঙ্কালটা প্রথম দিনই পরিস্কার হয়ে গেছে। তাই তৃতীয় দিনও যদি খেলা শেষ হয়ে যায়, তাহলে অবাক হাওয়ার অন্তন কিছু থাকবে না।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথমদিন যদি ভারতীয় পেস বোলারার দাদাগিরি করে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দিনটা মায়াঙ্ক আগারওয়ালের। কেরিয়ারে এখন স্বপ্নের ফর্মে আছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার পর এবার বাংলাদেশ। টেস্ট কেরিয়ারে দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরিটা করলেন কর্নাটকের ব্যাটসম্যান।মায়াঙ্কের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দুরন্ত ব্যাটিং পূজারা, রাহানে, জাদেজার। ৫৪ রান করে আউট হলেন পূজারা। শতরান মাঠে ফেলে এলেন রাহানে। ৮৬ রানে আউট হলেন তিনি। তবে হতাশ করলেন বিরাট। খাতা খোলার আগেই প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন তিনি। রান পেলন না ঋদ্ধিমানও। শেষ বেলায় অশ্বিনের আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল উমেশ যাদবকে। মাঠে উপস্থিত দর্শকদের মাতিয়ে তুললেন তিনি। ১০ বলে ২৫ রান করে ক্রিজে আছেন তিনি। মেরেছেন তিনটি ছয়, একটি চার। উমেশের সঙ্গে ক্রিজে আছেন জাদেজা। তিনি ৬০ রানে অপরাজিত। তৃতীয় দিন আর কতক্ষণ ব্যাটিং করে ভারত সেটাই এখন দেখার।ছেলেখেলা ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে একে। এক সেশনে ৩০ ওভারে রান উঠল ১৯০। বাংলাদেশের প্রধান চার বোলাররা প্রত্যেকে ১০০-র বেশি রান দিয়েছেন।চার-ছক্কার ফুলঝুরি দেখা গেল উমেশ যাদবের ব্যাটেও। ময়ঙ্ক আগরওয়ালের ডবল সেঞ্চুরি এবং পূজারা, রাহাণে ও জাদেজার হাফসেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় দিনেই জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভারতীয় শিবিরের সামনে। প্রথম দিন ভারতীয় বোলারদের দখলে থাকলে দ্বিতীয় দিন থাকলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দখলে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার পরেই নিজের হাফসেঞ্চুরিতে পৌঁছন চেতেশ্বর পূজারা। কিন্তু ৫৪ রান করে আবু জায়েদের বলে আউট হন তিনি। তারপরেই বড় ধাক্কা খায় ভারত। মাত্র দ্বিতীয় বলেই খাতা না খুলেই এলবিডবলু হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান বিরাট কোহলি। দিনের দ্বিতীয় উইকেট নেন আবু জায়েদ। এই দুই ধাক্কার পরে ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু তা হতে দিলেন না ময়ঙ্ক ও বিরাটের ডেপুটি অজিঙ্ক্যা রাহাণে। দু"জনে মিলে পার্টনারশিপ গড়লেন। রাহাণেকে প্রথম থেকেই ভাল ছন্দে দেখাচ্ছিল। অন্যদিকে নিজের হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ময়ঙ্ক। ভাল বল ছাড়ছিলেন, কিন্তু খারাপ বলকে রেয়াত করছিলেন না দুই ব্যাটসম্যানই। প্রথমের দিকে রানের গতি কিছুটা কম হলেও তারপর গতি বাড়ে।লাঞ্চের আগে ৯১ রানে ছিলেন ময়ঙ্ক। লাঞ্চের পরে নিজের তৃতীয় সেঞ্চুরি করেন ময়ঙ্ক। অন্যদিকে নিজের হাফসেঞ্চুরি করেন রাহাণেও।তাঁর সামনেও সেঞ্চুরি করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ৮৬ রানের মাথায় আপারকাট খেলতে গিয়ে নিজের উইকেট দিয়ে ফেরেন রাহাণে। অন্যদিকে অবশ্য নিজের স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন আগরওয়াল।ডবল সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন জাদেজা। ডবল সেঞ্চুরির দিকে এগোলেও এক মুহূর্তের জন্যও নড়বড়ে দেখায়নি তাঁকে। ভাল বল ছাড়ছিলেন, মারার বল মারছিলেন। মেহেদি হাসানের বলে মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা মেরে নিজের ডবল সেঞ্চুরি করলেন ময়ঙ্ক। মাত্র আট টেস্টে দুটি ডবল সেঞ্চুরি এল ময়ঙ্কের ব্যাট থেকে। তাঁর ডবল সেঞ্চুরির পরেই ড্রেসিং রুম থেকে ৩০০ করার সিগন্যাল দেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ডবল সেঞ্চুরির পরেও চালিয়ে খেলছিলেন ময়ঙ্ক। ড্রেসিং রুম থেকে দ্রুত খেলার নির্দেশ পাঠানো হয়।২৪৩ রানের মাথায় ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন ময়ঙ্ক। অন্যদিকে নিজের হাফসেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন জাদেজাও। ঋদ্ধি ভাল শুরু করলেও ১২ করে আউট হয়ে যান। তারপর নেমে উমেশ যাদব ফের বেশ কিছু বড় শট খেললেন। নিজের হাফসেঞ্চুরি করলেন জাদেজাও। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ৬ উইকেটে ৪৯৩ রান ভারতের। জাদেজা ৬০ ও উমেশ ২৫ করে খেলছেন। বাংলাদেশের থেকে ৩৪৩ রানে এগিয়ে বিরাটরা। এখন দেখার তৃতীয় দিনে ভারত ফের খেলতে নামে, নাকি ডিক্লেয়ার দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে ডাকেন বিরাট।

সেমিফাইনালে কিদাম্বি শ্রীকান্ত

হংকং ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচেও অদ্ভুতভাবে ওয়াক ওভার পেয়ে গেলেন তিনি। আর খেলার মাঝেই সকলকে অবাক করে অবসর নিয়ে নিলেন শ্রীকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী অলিম্পিকে পদকজয়ী চেন লং।ম্যাচে প্রথম গেমটি ২১-১৩ ব্যবধানে বেশ সহজেই জিতে নেন কিদাম্বি। কিন্তু দ্বিতীয় গেম শুরু হওয়ার আগে হঠাত করেই ম্যাচ ছেড়ে দেন লং। এরপর ম্যাচ শেষে অবসর ঘোষণাও করে ফেলেন চেন লং। এই ম্যাচে ওয়াক ওভার পেয়ে যাওয়ার ফলে ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন অথবা লি চিউক ইউর মুখোমুখি হবেন শ্রীকান্ত।

ভারতকে ঘরের মাঠে হারিয়ে নিজেদের সেরা প্রমান করতে চান অজি কোচ ল্যাঙ্গার

ভারতের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার জাস্টিন ল্যাঙ্গার। এই মুহূর্তে টেস্টে এক নম্বর দল ভারত। আর সেই ভারতের বিরুদ্ধেই টেস্ট ক্রিকেটে ইতিমধ্যে দুরমুশ হয়ে যাচ্ছে বাকি দেশগুলি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও সিরিজ জিতে এসেছে বিরাট কোহলির দল। একই সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদের মাঠেই হারিয়েছে কোহলি বাহিনী। একই সঙ্গে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হোয়াইট ওয়াশ করেছে ভারতীয় দল। তবে ২০২২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতের মাটিতেই জয় পেতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া। আর এমনটাই আগে থেকে সতর্ক করলেন অজি কোচ ল্যাঙ্গার।এই বিষয় নিয়ে ল্যাঙ্গার বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের ঘরের মাঠে জেতাটা সব সময় কঠিন কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গিয়ে তাঁরা দুরমুশ করেছে। এমন অনেক দলের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরের মাঠে জিতেছে ভারত। তবে আমাদের হাতে ভারত সফরের আগে ২ বছর সময় আছে। ২০২২ সালের আগে অজি দল সেভাবে তৈরি থাকবে। ভারতের মাটিতে ভারতীয় দলকে হারাতে হবে। আর সেখানে আমাদের ছেলেরা লড়াই করবে ভারতের বিরুদ্ধে। আর সেই সঙ্গে শেষ কিছু বছরের মধ্যে যদি আমরা ভারতকে ভারতের মাটিতে সিরিজ হারাতে পারি তাহলে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। একই সঙ্গে আমরাই সেরা দল প্রমানিত হবো।মাঝে কিছুটা ঝিমিয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া দলকে। ভারতের বিরুদ্ধে হারের পাশাপাশি সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না অস্ট্রেলিয়া দলের। তবে শেষ কয়েক মাস ধরে বেশ ভালো ফর্মে ফিরেছে এই দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাশেজ ড্র করার পাশাপাশি নিজেদের ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল। এবার ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘরের মাঠে কোহলিদের হারাতে চান ল্যাঙ্গার। আর টেস্টের এক নম্বর দলের বিরুদ্ধে জয় পেয়ে নিজেদের সেরা প্রমান করতে চান তিনি।

অন্নপ্রাশনে বাচ্চাকে নিজে হাতে খাওয়ালেন ধোনি

নিজস্ব প্রতিবেদন : ক্রিকেট থেকে তিনি আপাতত দূরে। তাই হাতে সময় রয়েছে। আর এই সময়টাকে কতরকমভাবে কাজে লাগাচ্ছেন এমএস ধোনি! কখনও বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন! কখনও টেনিস খেলছেন! কখনও আবার তাঁকে দেখা যাচ্ছে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে। মেয়ে জিভা যখন জন্মেছিল, ধোনি তখন জাতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন দেশের বাইরে। তার পর মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রচুর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। জিভা এখন অনেকটাই বড় হয়েছে। বাবার সঙ্গে মেয়ের পার্টনারশিপ জমেছে দারুণ। মেয়ের সঙ্গে কখনও তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছে। কখনও আবার মেয়েকে কিছু না কিছু শেখাতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ধোনি যে ছোটদের সঙ্গে সাবলীলভাবেই মিশে যেতে পারেন, সেটা আর নতুন কিছু নয়।এমএস ধোনি ফ্যানন ক্লাব টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেখানে ধোনিকে দেখা যাচ্ছে একটি বাচ্চাকে নিজে হাতে খাইয়ে দিতে। সেই বাচ্চাটির অন্নপ্রাশনে ধোনি তাকে নিজে হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। বাচ্চাটিকে খাইয়ে দেওয়ার সময় ধোনিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, """"এবার বলো খাবারটা কেমন খেতে!"""" মাত্র ১১ সেকেন্ডের ভিডিয়ো। কোথায়, কবে ধোনি সেই বাচ্চাটিকে খাইয়েছেন তা বিস্তারিত জানা যায়নি। কিন্তু ধোনির এই উদ্যোগ ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে। পাশ থেকে ধসেই বাচ্চাটির বাবা বলছিলেন, """"আমাদের সৌভাগ্য যে ও আপনার হাত থেকে জীবনের প্রথন শক্ত খাবার মুখে তুলছে।"""" সত্যিই এমন ভাগ্য কজনের হয়!শ্বকাপের পর থেকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি ধোনিকে। তিনি এখন রাঁচিতেই রয়েছেন। যদিও নিজেকে ফিট রাখার জন্য যা যা করার সবই করছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, চলতি বছরে ধোনির আর ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ফেরার সম্ভাবনা কম। ইতিমধ্যে তাঁর অবসর জল্পনাও চলছে। তবে ধোনির ঘনিষ্ঠমহল থেকে জানা যাচ্ছে, টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ধোনির অবসরের সম্ভাবনা নেই। ভারত-বাংলাদেশ গোলাপি বলের টেস্টে ইডেনে ধারাভাষ্যকার হিসাবে ধোনিকে দেখা যেতে পারে বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, ধোনি থাকছেন না।

এএফসি বার্ষিক পুরস্কার সেরা ফুটবলারের দৌড়ে ভারতের আশালতা

শুক্রবার এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের বার্ষিক পুরস্কারে দুটি মনোনয়ন পেল ভারত। ২০২০ সালে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অনুর্ধ ১৭ মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতীয় মহিলা ফুটবল পেল একটি সম্মান। এএফসি সেরা মহিলা ফুটবলারের দৌড়ে ভারতীয় মহিলা ফুটবলার ফুটবলার আশালতা দেবী। এশিয়ার সেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে আশালতাকে লড়াই করতে হবে চিনে লি ইং ও জাপানের সাকি কুমাগাইয়ের বিরুদ্ধে। পুরস্কার পাবেন কি না সেটা জানেন না। তবে সেরার দৌড়ে পৌছতে পেরেই গর্বিত আশালতা। টুইট করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছন তিনি।

তবে শুধু আশালতাই নয়, আরও একটি পরুস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এএফসি প্রেসিডেন্টস রেকগনিশন পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। গ্রাসরুট ডেভলপমেন্টের জন্য এই মনোনয়ন পেয়েছে এআইএফএফ। এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য ফেডারেশেনকে লড়াই করতে হবে হংকং ও সিঙ্গাপুরের ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে।দুটি বিভাগের মনোনয়নের কথাই টুইট করে নিজেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সবারই আশা দুটি পুরস্কারই আসুক ভারতের ঝুলিতে। তবে সবাই একটু হলেও বেশি খুশি আশালতার মনোনয়ন নিয়ে। কারণ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের জার্সিতে চলতি মরসুমটা দারুণ কেটেছে আশার। তাঁর নেতৃত্বেই ভারতীয় মহিলা দল ২০২০ সালের অলিম্পিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৯ সাফ কাপও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

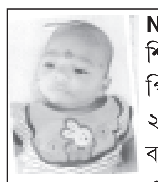

Name of Child : Tridipa.
শিশুটির নাম ঃ ত্রিদীপা।
পিতা ও মাতার নাম জানা নেই। জন্মের তারিখ ২৭-০৬-২০১৯, উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে দীপজ্যোতি বিশেষ শিশু দত্তক গৃহে রয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসাবে গণ্য হবে। যোগাযোগ ঠিকানা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। বাধারঘাট পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৩, ফোন-৯৬১২৩৪০৪৭৬/৯৮৬২০০৪৯১৯।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
বাধারঘাট, আগরতলা

ICA/D-1260/2019-20

আমি বর্জন করেছি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, এবার আপনিও?

No. F. 2(3-4)/ SWO/ACCT/ABN/ 16/P-1/539
Dated, Abhoynagar, the/13./11/2019
TENDER FOR HIRING OF LIGHT VEHICLE MARUTI OMNI ON HIRING BASIS FOR A PERIOD OF 3 (THREE) MONTHS.
Sealed quotation is hereby invited on behalf of the Chief Superintendent of Social Welfare Office, Abhoynagar, Agartala from the interested lawful Owners of light vehicle 1 (one) having valid commercial registration issued by the Transport Authority of Tripura on hiring basis for a period of 3 (three) months for official use within the state.
1.Last date of receipt of the quotation : 25th November, 2019 up to 3.00 p.m.
2.Opening of the quotation: 27th November, 2019 at 3.00 p.m.
Detailed terms & condition of the tender is available in Departmental website www.socialwelfare.tripura.gov.in and hard copy can be seen in the Notice Board of the Office of the Chief Superintendent of Social Welfare Office, Abhoynagar, Agartala, Tripura on all working days from 10 a.m. onwards.

ICA/C-1628/2019

(T. Acharjee)
Chief Superintendent
Head of Office, Social Welfare Office
Abhoynagar, Agartala.

আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায়-নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

কোনরকমে সম্মান রক্ষা হলেও, বিশ্বকাপ খেলার সমস্ত আসা শেষ ভারতীয় দলের

স্বপ্নভঙ্গ! ফুটবল বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ভারতের কাছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পরের রাউন্ডে যাওয়া হল না ভারতের। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে লেন ডঙ্গেলের করা গোলে হার বাঁচাল ভারতের। কিন্তু হার বাঁচানো গেলেও বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ভারতের কাছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচ ড্র করার সুবাদে পরের রাউন্ডে যেতে গেলে এই ম্যাচটি জিততেই হত ভারতকে। কিন্তু ম্যাচে প্রথমে গোল খেয়ে প্রায় হেরেই যাচ্ছিল ভারত, ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে ইনজুরি টাইমে লেনের গোলের জন্য কোনো রকমে সম্মান বাঁচালো ভারতের।বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে যাওয়াও এই মুহূর্তে বেশ কঠিন হয়ে গেল ভারতীয় ফুটবল দলের কাছে। পরের দুটি ম্যাচ জিতে ভারত যদি ছয় পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে তবুও আসার আলো খুব কম ভারতের।কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাতকারে ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেন যে, কোচ ইগর স্টিম্যাক খুবই ভালো একজন কোচ কিন্তু আমরা কোচের পরিকল্পনা মত খেলতে পারছি না, মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। গতকাল ভারতীয় দলের খেলা দেখে সুনীল ছেত্রীর সেই কথায় বারেবারে মনে পড়ছিল ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের মধ্যে।এইদিন কোচ ইগর স্টিম্যাক ৪-৩-৩-১ ছকে দল সাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই ছন্দ পতন হতে শুরু হয় ভারতীয় দলের। ম্যাচের প্রথম দশ মিনিট কিছুটা ভালো খেললেও তার পরেই হারিয়ে যায় ভারতীয় দল। একের পর এক মিস পাস, ডিফেন্সের ভুল ক্লিয়ারেন্সের জেরে ম্যাচ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল ভারত। অন্যদিকে বিপক্ষ দল তত চেপে বসছিল।প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে জেলফি নাজারি দুর্দান্ত গোল করে এগিয়ে দেয় আফগানিস্তান কে। ফলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ভারত ম্যাচে কিছুটা দখল বাড়ালেও গোলের রাস্তা খুলতে পারছিল না ভারত। অবশেষে ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে লেনের করা গোলের সুবাদে ম্যাচে সমতা ফেরায় ভারত সেই সাথে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ভারতের।

বাঁ-হাতে ব্যাট করে চমকে দিলেন অশ্বিন! "পন্থের চেয়ে ভাল", বলল নেটদুনিয়া

ভারতের অন্যতম সেরা টেস্ট বোলার তিনি। ব্যাট হাতেও কম যান না। ইতিমধ্যেই চারটি টেস্ট সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন তিনি। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দেখা গেল ডান হাতের বদলে বাঁ-হাতে ব্যাট করতে।

ইনদওরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। টেস্ট শুরুর আগে নেটে ব্যাটিং প্রাকটিস করছিলেন তিনি। সেখানেই ডান হাতের বদলে বাঁ-হাতে ব্যাট করতে দেখা গেল তাঁকে। অশ্বিনের বাঁ-হাতে ব্যাট করার সেই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে ভারতীয় দলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে। তার পরই ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়ো।সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাঁ-হাতে বেশ স্বচ্ছন্দে ব্যাট করছেন ৩৩ বছরের এই ভারতীয় স্পিনার। মারছেন স্ট্রেট ড্রাইভ, কভার ড্রাইভের মতো শটও।

তা দেখে আপ্লুত নেটিজেনরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বিনকে। কেউ কেউ আবার এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, "ঋষভ পন্থের থেকে ভাল ব্যাট করছেন অশ্বিন।" সাম্প্রতিক কালে নিজের নামের প্রতি একদমই সুবিচার করতে পারেননি পন্থ। তিনিও ব্যাট করেন বাঁ-হাতে। সে জন্যই অশ্বিনের ব্যাট করা দেখে নেটিজেনদের কটাক্ষের স্বীকার পন্থ।

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER
PNIT No. E-PT-16/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 12/11/2019
On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 04/12/2019 for 1 (One) nos. works of Kitchen shed at Samrurpar PHC vide (1) DNIT. No. 25 /EE/ RD /KGT/DIV/ 2019-20 Dt. 12/11/2019
For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may be contact at Ph. No.9612590474 (my email- eenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1632/2019-20

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

জীবন ও সমাজের সুস্থার জন্য নেশার বিরুদ্ধে হোক সম্মিলিত যুদ্ধ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. 12/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20 dt: 08/11/2019
Separate sealed tender(s) are invited on behalf of the 'Governor of Tripura' in PWD Form - (Seven) upto 3.00 PM on 05/12/2019 the following work:

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender form	Time for completion	Class
1.	DNIT No:45/EE/ PWD(DWS)/AMB/ 2019-20	185785/	1858/	1000/	01(one) years	Appropriate Class
2.	DNIT No:46/EE/ PWD(DWS)/AMB/ 2019-20	493075/	4931/	1000/	180(one hundred eighty) days	Appropriate Class

Last date of application: -29-11-2019 up to 4.00 pm
Last date of issue for tender document: -02.12-2019 up to 4.00 pm
Last date for dropping of the tender: -05-12-2019 up to 3.00 pm.
Selling Places:- O/O The Executive Engineer, DWS Division, Ambass, O/O the Executive Engineer, DWS Division, Kamalpur, O/O The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-11
Dropping Places :- O/O The Executive Engineer, DWS Division, Antbassa, O/O the Executive Engineer, DWS Division, Kainalpur, O/O The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-11, O/O The Assistant Engineer, DWS Sub-Division, Manu & O/O The Assistant Engineer, DWS Sub-Division, Gandacherra.
For details of DNIT, terms & conditions are available in the Office of the undersigned. intending tenderer may be seen on any working days during office hours or can be seen in the website www.eprocure.gov.in
(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C-1636/2019-20

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Ambassa,
Jawaharnagar, Dhalai Tripura.

নেশার বিরুদ্ধে উঠেছে আওয়াজ-নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বো আজ।

4th Claimant Notice
Whereas the vehicle Registration No. TR-03F-1650. Engine No. 27527 & Chassis No. 22885 have been seized by forest officials for carrying illegal sawmill sawn timber 1.469 cum without permission of the authority, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Section 52(A) of IFA (Tri 2nd Amend) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of Forest Office u/s 41 & 42 of IFA 1972 & rules make by the Govt. of TripUra: Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owner of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officers (District Forest Officer, Gomati) within 25(Twenty Five) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner or his/her authorized representatives failed to do so, the decision regarding confiscation of the vehicles along with seized forest produces shall be taken ex-parte.
Issued under my seal & signature this day on 14/11 2019

ICA/D-1257/2019-20

Sd/-
(Mahender Singh, IFS)
Authorized Officer
District Forest Officer
Gomati Forest District, Udaipur.

নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

ফুটবল টুর্নামেন্টে রানার্স হয়ে বিহার থেকে বাংলায় ফিরলেন মহিলা দল

ইসলামপুর: বিহারে কিশনগঞ্জ জেলার চুল্লিতে তিলকা মাঝি টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলায় নন্দঝাড় ছাত্রসমাজ তিন শূন্য গোলে পরাজিত হয়ে রানার্স আপ হলো। বিহারের কাটিহার রেলওয়ের কাছে পরিজিত হয়ে টুর্নামেন্ট তারা দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।গোয়াল পোখর ব্লকের মতো প্রত্যন্ত একটি ব্লকের নন্দঝার গ্রাম থেকে মেয়েরা সার্বিক ভাবে চেষ্টা করে সর্বোচ্চ ভালো খেলতে। একাধিক টিমের সঙ্গে লড়াই করে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলাটাও খুব একটা সহজ ছিলোনা। তবুও রানার্স আপ ট্রফি এবং নগদ এগারো হাজার টাকা নিয়ে বিহার থেকে বাংলায় ফিরলেন মহিলা দল। আগামী দিনে তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে।

সংস্কৃতি জাতির পরিচয় বহন করে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হলে দেশ ও সমাজ বিকশিত হয়। আজ অমরপুরের ছবিমুড়ায় জমাতিয়া হদার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তাঁর কথায়, জমাতিয়া হদার জন্য এখানে যে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো সেখান থেকে সঠিক দিশায় সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে কাজ পরিচালনা হবে। এই কাজ পরিচালনা করবেন জমাতিয়া হদারা। তাঁর মতে, জমাতিয়া হদা এমন একটা সংগঠন যে সংগঠন সমাজের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিসর ভবিষ্যতে আরও বড় হবে। এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারলেই জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় রক্ষা করা যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর বিএসি-র চেয়ারম্যান সঞ্জয় জমাতিয়া, জমাতিয়া হদার অক্রাগণ এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার দুর্গাচরণ জমাতিয়া। সভাপতিত্ব করেন হদাক্রা পদ্মলীলা জমাতিয়া। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ২৫৬ টাকা।

প্রেমিক যুগলের প্রেম কান্ডতে এখনো উত্তপ্ত উত্তর হরুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। প্রেমিক যুগলের প্রেম কান্ডতে এখনো উত্তপ্ত উত্তর হরুয়া।বাঙালি ও মনিপুরী সমাজের মধ্যে বিভেদ। চাপে পড়ে মামলা নিল কদমতলা থানার পুলিশ। স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তরে মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল ঘটনাটি। প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন দুষ্কৃতী আচমকা বাড়িতে প্রবেশ করে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক নববধূকে।ঘটনা উত্তরের কদমতলা থানাধীন উত্তর হুরুয়া এলাকায়।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন উত্তর হুরুয়ার বাসিন্দা বিরেন্দ্র মালাকারের ছেলে বিক্রম মালাকারের সাথে পাশের গ্রাম অর্থাৎ ধর্মনগর থানাধীন পশ্চিম হুরুয়ার একটি মনিপুরি সম্প্রদায়ের মেয়ের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। বিগত ৭ নভেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তারা পালিয়ে উপ্তাখালি গ্রামের একটি মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে। এতে মেয়েটির পরিবার থেকে থানায় অভিযোগ করা হলে পানিসাগর থানার পুলিশ নব বিবাহিত দম্পতিকে উপ্তাখালি এলাকা থেকে উদ্ধার করে পানিসাগর থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ নববধূকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় সে স্বইচ্ছায় বিক্রমকে বিয়ে করেছে।এমন কি পানিসাগর থানায় একটি লিখিত দিয়ে আসে নববধূ। এতে পুলিশ বিবাহিত দম্পতিদের প্রাপ্ত বয়সের কারনে থানা থেকে ছেড়ে দেয়।বিক্রম পানিসাগর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর হুরুয়া নিজ বাড়িতে উঠে।এদিকে গত সোমবার আচমকা বিকেলে নব বধূর বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে ৪০-৫০ জন দুষ্কৃতিকারী বিক্রম মালাকারের বাড়িতে এসে আক্রমণ চালায়। দির্ঘ সময় তান্ডব চালিয়ে ছেলের বাড়ির আসবাপত্র ভাঙ্গচুর করে ও ছেলের মা বাবাকে মারধর করে মেয়েকে নিয়ে যায় অভিযোগ গ্রামবাসী ও বিক্রম মালাকারের পরিবারের।এতে গোটা উত্তর হুরুয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। বিক্রম মালাকারের পক্ষ থেকে এই আক্রমণের তিব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নারায়ণ সিনহা, কবিতা সিনহা ও ঙ্গ সিনহার বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একটি মামলার আবেদন করা হয়।পরে সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু সেনা ও এলাকাবাসী জড়ো হয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের সাথে।এই উত্তেজনা যাতে ভয়ঙ্কর রূপ না নেয় তারজন্য প্রশাসনের নিকট আবেদনও করা হয়। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে কদমতলা থানার পুলিশ মামলাটি হাতে নেয়নি। জানা গেছে কদমতলা থানার পুলিশ পঞ্চায়েত স্তরে ঘটনাটি মীমাংসা করতে চাইলেও মেয়ে পক্ষ মানতে নারাজ।অবশেষে উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, বাগবাসা মণ্ডল কমিটির মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব,জেলা পরিষদের সদস্য কাজল দাস ও হিন্দু সেনার প্রদেশ সভাপতি অভিনাশ কৃষ্ণ দাস সহ গোটা এলাকা বাসি বৃহস্পতিবার রাতে কদমতলা থানায় আসেন।কেন মামলা লিপিবদ্ধ করা হলো না জানতে চান।পরবর্তীতে কদমতলা থানার পুলিশ এলাকাবাসীর চাপে পড়ে মামলা নিতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কাছে একটি প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে।তবে বাগবাসা মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব ও জেলা পরিষদের সদস্য কাজল দাস এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। আর মন্ডল সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্যের এরকম আচরণে স্থানীয় উত্তর হুরুয়াবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুক্তা দাস ও হিন্দু সোনার প্রদেশ সভাপতি অভিনাশ কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য আইন আইনের পথে চলবে। এভাবে একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হলো অথচ পুলিশ মামলা নেবে না কাজ করবেনা তা কি হয়।এখন দেখার বিষয় কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি কতটুকু যত্নসহকারে তদন্ত করে।

শিক্ষা বাঁচাও, দেশ বাঁচাও এর ডাক দিল মুভমেন্ট অন এডুকেশন

আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। কর্পোরেট ধনতন্ত্রের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ঝড়ের গতিতে বেসরকারীকরণ আর অতিকেন্দ্রিকতার আবহ নির্মাণ করছে বলে অভিযোগ করেছে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন এর ত্রিপুরা চাপ্টার।

সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরাতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার এই পথেই হাটছে। ইতিমধ্যেই ৮৪০টি সরকারি বিদ্যালয় বেসরকারী হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ৯৬১টি বিদ্যালয় বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। পড়ুয়াদের মিড-ডে-মিল সরবরাহের দায়িত্বও তুলেল দিচ্ছে বেসরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে। তারা নাকি পড়ুয়াদের কেবল নিরামিষ খাবার সরবরাহ করবে।ব্রাত্য হবে ডিম। অন্যদিকে, মিড-ডে-মিল রন্ধন কাজে নিযুক্ত কর্মীরা কাজ হারাবেন।

গুণগত শিক্ষার নামে চলছে তুঘলকি কান্ড কারখানা। শিক্ষক কর্মচারীদের গণহারে প্রতিহিংসামূলক বদলি করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাবার পায়তারা হচ্ছে। অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের কাম্য বৌদ্ধিক স্বাধিকারও বিপন্ন।

সংগঠন মনে করে, এসব দেশ ও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস সাধনের গৃণ্য পরিকল্পনাজাত উদ্যোগ। যা দেশ ও রাজ্যকে বিপর্যযকর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে। তাই এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা জাগরণের জন্য আগামী ১৭ নভেম্বর আগরতলা টাউন হলে আমরা এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশ ও রাজ্যের স্বার্থে এই কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যের সকল শিক্ষাণুরাগী ব্যক্তিদের কাছে আহ্বান রেখেছে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন এর ত্রিপুরা চাপ্টার।

অজিত প্রতাপ সিংয়ের বরখাস্তের আদেশ রদ করলো রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের পদে অজিত প্রতাপ সিংকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত রদ করলো রাজ্য সরকার। তাকে পুনরায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর পূর্ত ঘোটালা অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারে ব্যর্থতার দায়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিলো রাজ্য সরকার। ২৮ দিনের মাথায় তাঁর বরখাস্তের সিদ্ধান্ত রদ করলো রাজ্য সরকার। তবে বাদল চৌধুরী কান্ডে আরো অটজন পুলিশ কর্মী বরখাস্ত হয়েছেন। তাদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বদল করেনি রাজ্য সরকার।

দুর্ঘটনায় আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ নভেম্বর।। আবার ও যান দুর্ঘটনায় আহত দুই, ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক বাজার এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ টিআর ০১ এফ-৪৪১৩ নম্বরের একটি অটো করে দুর্গারানী জমাতিয়া এবং ধ্রুব চন্দ্র জমাতিয়া তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানকে হোস্টেল থেকে নিয়ে আসার পথে মানিক বাজার এলাকায় টিআর ০৬ এ ১৭৬৬ নম্বরের একটি বোলেরু মেক্স এসে ধাক্কা দেয়। এতে আহত হয় অটো চালক সহ দুই ব্যক্তি। এলাকাবাসী ঘটনাটিপ্রত্যক্ষ করে খবর দেয় তেলিয়ামুণা দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ফের পঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মুখ্য সচিবদের তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : দিল্লি-এনসিআর এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা কমাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে শুক্রবার পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লি প্রশাসনের মুখ্য সচিবদের তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি দীপক গুপ্তার সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ জানিয়েছে, দিল্লির ১৩টি মূল বায়ুদূষণ উৎপাদক স্থানকে সংস্কার করতে সক্রিয় পদক্ষেপ করা জরুরি। পাশাপাশি, যান চলাচলের ক্ষেত্রে জোড়-বিজোড় নীতিতে কী কারণে দুই ও তিন চাকার গাড়িকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে দিল্লি প্রশাসনের থেকে ব্যাখ্যাও চেয়েছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, ওই নীতি প্রয়োগ করেও দূষণমাত্রা কমানো যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছে আদালত। এর আগে অভিযোগ উঠেছিল, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষকরা ফসল কাটার পরে শুকনো শস্যগাছের গোড়া পোড়ানোর কারণেই দিল্লিতে বায়ুদূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষকদের ওই কাজে বিরত করা গেলেও রাজধানীর বায়ুদূষণের মাত্রা কমছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি প্রশাসনের তরফ থেকে আদালতকে জানানো হয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে দিল্লি অঞ্চলে ''স্মগ টাওয়ার'' তৈরি করা হবে। এই বিষয়েও বিস্তারে জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচাপতি গগৈকে বিদায় সম্বর্ধনা দিল সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে বিদায় সম্বর্ধনা দিল সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন তাঁর উত্তরসূরী বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে সহ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে সম্পন্ন বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।তাঁর অনুরোধে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে কোনও মঞ্চ তৈরি করা হয়নি উ এদিন তিনি কোনও বক্তৃতাও রাখেননি। তাঁর লেখা বার্তা পাঠ করা হয়। ওই বার্তায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, যদিও আমি আর এই অসাধারণ ও শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারিভাবে জড়িত থাকব না, কিন্তু আমার একটা অংশ সর্বদা জড়িত থাকবে এবং শুভকামনা করবে।

গত বছরের ৩ অক্টোবর দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন রঞ্জন গগৈ উ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সহ কয়েক দশক ধরে চলা বহু বিতর্কিত অযোধ্যা-মামলার নিষ্পত্তি হয় তাঁর হাত ধরেই। আর আগামী ১৭ নভেম্বর অবসর নিচ্ছেন শীর্ষ আদালতের সেই প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। আগামী দুদিন শনি ও রবিবার হওয়ায় আদালতে আজই শেষদিন উ এদিন শেষবারের মতো, নিজের চেয়ারে বসেন গগৈ। উত্তরসূরীকে পাশে বসিয়ে তাঁর সামনে থাকা ১০টি মামলায় নোটিস জারি করেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে বিদায়ী সম্বর্ধনা জানানো হয়। ওই আনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর উত্তরসূরী বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে সহ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিরা। যদিও, এদিন কোনও বক্তৃতা রাখেননি গগৈ। তাঁর লেখা বার্তা পাঠ করা হয়।

সেখানে গগৈ লিখেছেন, যদিও আমি আর এই অসাধারণ ও শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারিভাবে জড়িত থাকব না, কিন্তু আমার একটা অংশ সর্বদা জড়িত থাকবে এবং শুভকামনা করবে। গগৈ জানান, আইনজীবী ও বিচারক হিসেবে আইনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে কাছ থেকে দেখতে পেরে তিনি সম্মানিত। এই প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখার এক সুযোগ পেয়েছি। সর্বদা নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার করার চেষ্টা করেছি।

এর আগে এদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন রঞ্জন গগৈ। রঞ্জন গগৈ যেদিন প্রধান বিচারপতির দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেদিনও রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছিলেন। বিদায়ী অনুষ্ঠানের পরে আজ সন্ধ্যায় প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের ৬৫০ বিচারপতি এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৫ হাজার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত সুবিচার দেওয়ার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করার জন্য উতাহিত করেন। উল্লেখ্য, এর আগে, যখনই কোনও বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেছেন তখন সেখানে একটি মঞ্চ তৈরি করে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে উ এছাড়া বিচারকদের পাশাপাশি অনেক আইনজীবীরাও তাদের মতামত প্রকাশ করতেন সেই অনুষ্ঠানে।

নিখোঁজ ছাত্রের হদিশ মিলেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর ।। রাজধানীর বনেদি স্কুল শিশু বিহারের দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্র বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার নাম সুজয় দেবনাথ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবারও যে স্কুলে যায়। বিকেল সাড়ে তিনটায় স্কুল ছুটি হওয়ার কথা। নির্ধারিত সময়ের পরও বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজনদের সন্দেহ হয়। স্কুল, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু মহল সহ সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস মিলেনি। এ ব্যাপারে থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে।

আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে জাতীয় প্রেস দিবস উদ্‌যাপন

আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। আগামীকাল জাতীয় প্রেস দিবস। এই উপলক্ষে আগামীকাল বিকেল চারটায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও আগরতলা প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের প্রেস দিবসে আলোচনার বিষয়বস্তু 'প্রতিবেদন থেকে বিশ্লেষণ ঃ একটি পরিক্রমা'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা হইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ, সম্মানিত অতিছি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য দপ্তরের সচিব এম এল দে ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের সচিব প্রণব সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রেসক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে। প্রেস দিবস উপলক্ষে এবছর প্রবীণ সাংবাদিক সঞ্জীব দেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যের সমস্ত কর্মরত সাংবাদিক, সংবাদ কর্মী, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের সাথে যুক্ত কর্মীরা ও চিত্র সাংবাদিকদের কাছে অনুরোধ করেছেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার। একই সঙ্গে সংবাদ জগতের সাথে যুক্ত সমস্ত অংশের কর্মীদের প্রেস দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব।

'সর্দার পোস্ট'-এ সেনার বীরত্বের কাহিনী প্রতিটি ভারতীয়কে গৌরবান্বিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার সিআরপিএফ এর সদরদফতর ঘুরে দেখলেন উ সেখানে মাতৃভূমির সুরক্ষায় প্রাণ উতর্গ করা কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এদিন অমিত শাহ দিল্লিস্থিত সিআরপিএফ সদর দফতর পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করেন। পরে তিনি টুইট করে জানান, 'আজ সিআরপিএফ সদর দফতরে, 'সর্দার পোস্ট'-এ দেশের সুরক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকরা অমর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, এই আত্মবলিদানের জন্য দেশ চিরকাল তাঁরদের কাছে ঋণী থাকবে। 'সর্দার পোস্ট' আমাদের সাহসী সৈন্যদের এই বীরত্বের কাহিনী প্রতিটি ভারতীয়কে গৌরবান্বিত করে। "শাহ একের পর এক টুইট করেন লেখেন,' কচ্ছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ''সর্দার পোস্ট'' এর গৌরবময় ইতিহাস, প্রতিটি ভারতীয় বিশেষত আজকের তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত। ১৯৬৫ সালের ৯ এপ্রিল পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনী সর্দার পোস্টে আক্রমণ করেছিল, কেবল দুই কোম্পানী সিআরপিএফ বাহিনী যাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, 'সর্দার পোস্টে' আমাদের সাহসী সিআরপিএফ জওয়ানরা প্রতিশোধ নেওয়ার সময় ৩৪জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয় এবং চারজনকে জীবিত বন্দি করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের আটজন জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন। ভারতীয় জওয়ানদের অদম্য সাহসে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধটি আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য স্থানে রয়েছে, যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে শিব সেনা-এনসিপি-কংগ্রেস, দাবি শরদ পাওয়ারের

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে শিব সেনা-এনসিপি-কংগ্রেস। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকার গঠন নিয়ে দীর্ঘদিনের জটের মধ্যেই এমন দাবি করলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। তাঁর দাবি, তাঁদের তৈরি করা সরকার পূর্ণমেয়াদ স্থায়ী হবে। মাঝপথে কোনও নির্বাচন করার প্রয়োজন পড়বে না। এই জোট

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুভ জন্মবার্ষিকী

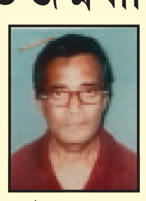

পার্থ সারথি রায়

জন্ম - ১৬/১১/১৯৪৮ইং

জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, প্রণাম, আশীর্বাদ জেনো, ঠাকুরের নিকট তোমার সুস্থতা কামনায় - পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব।

শ্যামলীবাজার, আগরতলা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।